ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 January 2022 ■ আগরতলা ৭ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২২ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটক, রাজ্যে বিজেপির উত্তাল বিক্ষোভ

মেহের কালিবাড়িতে পূজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে আজ আগরতলায় মেহের কালীবাড়িতে পুজো দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ফ্লাইওভারে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনায় কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানিয়ে দেশবাসী তার যোগ্য জবাব দেবেন বলে মন্তব্য করেন।

এদিন তিনি বলেন, ভগবান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সুস্থ রাখেন সেই প্রার্থনা করেছি। সাথে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। তিনি বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। পাঞ্জাব সরকার এতটা নীচে নামবে তা কখনই কল্পনা করেননি দেশবাসী। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, কাপুরযোচিত ওই ঘটনার যোগ্য জবাব দেবেন দেশবাসী।

এদিকে, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী গতকালের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে দলের তরফে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গতকাল পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকলেন দেশবাসী। তারই প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় বিজেপির পক্ষ থেকে ওই ঘটনার প্রতিবাদে মশাল মিছিল বের করা হবে। সারা রাজ্যে ওই কর্মসূচি পালিত হবে।

তিনি বলেন, ভাতিন্দা বিমানবন্দর থেকে গতকাল চপারে করে প্রধানমন্ত্রীর ফিরোজপুর যাওয়ার সূচী স্থির হয়েছিল। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন সড়কপথে রওনা দিতে হয় তাঁকে। পাঞ্জাবের পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকের কাছে থেকে নিশ্চিত হয়েই ওই রাস্তা ধরেই রওনা দেয় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। কিন্তু কিছুদূর এগুতেই অবরোধের মুখে পড়ে গোটা কনভয়। তিনি বলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কোনও প্রধানমন্ত্রীকেই এভাবে অবরোধের মুখে পড়তে হয়নি। তাঁর দাবি, জরুরি অবস্থার সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে একবার কালো দিন দেখেছে দেশবাসী। এবার আবার নতুন করে কংগ্রেস পরিচালিত পাঞ্জাব সরকারের আমলেই রচিত হলো আরও এক কালো দিন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলমত নির্বিশেষে সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্যে কংগ্রেস শাসিত সরকার হলেও ৪২,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করার উদ্যোগ নেন সে রাজ্যে। উল্টো সেখানেই তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা! এই বিষয়টিকেও সন্দেহের উর্ধে রাখলেন না প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র। দলের পক্ষে তিনি এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আগামী ৭ দিনব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাংগঠনিকভাবে প্রতিটি জেলাগুলিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ পাঠ

বৃহস্পতিবার আগরতলায় মশাল মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে বড়সড় ঝাঁপ ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৮৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ বড় ঝাপ দিয়েছে। সাম্প্রতিককালের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সারা দেশেই গত ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমনে মারাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম হতে পারল না। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমনে হটাত প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি রাজ্যবাসীকে গভীর চিন্তায় ফেলবে।

গত ২৪ ঘন্টায় এক লাফে অনেকটা বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। সেই সুবাদে দ্বিগুন বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ৮৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হারে বৃদ্ধির প্রবণতায় নিঃসন্দেহে চিন্তা মুক্ত থাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২২ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ২৫৬ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৫২৮ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৪৮৯ জনকে নিয়ে মোট ৩০১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনেও ৭৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৮৩ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ২.৭৫ শতাংশ। গতকাল ৪৬ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১.৬২ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৫৬ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫২৯৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪১৪৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৮.৭৩ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘন্টায় কারোর মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে লাগামহীন কোভিড, সংক্রমণ ৯০-হাজারের উর্ধে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দ্রুত হারে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৮ ডিসেম্বরের পর থেকে মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় পৌঁছেছে ৯০ হাজার ৯২৮-এ। আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি চিন্তা বাড়িয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩২৫ জন রোগীর। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ৬.৪৩ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৮,৫৪,০১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ জানুয়ারি ।। পানীয়জলের দাবীতে কৈলাসহরের কালীশাসন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। কৈলাসহরের চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে অবস্থিত রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের তাচাই চা বাগান এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে। পাঁচ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তাচাই চা বাগানের শ্রমিকদেরই কেবলমাত্র বসবাস রয়েছে। প্রায় দেড় শো পরিবার চা বাগান শ্রমিকরা রয়েছে। পানীয়জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা কয়েকবার পঞ্চায়েতকে এবং ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে মৌখিক ভাবে এবং লিখিত ভাবে জানানোর পরও কেউই কোনো কার্যকরী ভুমিকা নেয় নি। যারফলে, দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসীরা গ্রামের পুকুরের নোংরা জল এবং ডিপটিউব ওয়েলের জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

শীতের মরশুমে পুকুরের জল, ডিপটিউব ওয়েলের জল শুকিয়ে যাওয়ায় গ্রামবাসীরা বিপদে পড়েছেন। তাই, গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়ে সকাল দশটা থেকে কালীশাসন এলাকায় কৈলাসহর -কমলপুর রাস্তাটি অবরোধ করেন। তাছাড়া গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যেই জানান যে, গাড়ি দিয়ে শুধু পানীয়জল গ্রামে পাঠালেই চলবে না। সেইসাথে গ্রামে পানীয়জলের জন্য বড় পাম্প মেশিন বসাতে হবে, তবেই গ্রামে পানীয়জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে গ্রামবাসীরা দাবী করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাড্ডা আসছেন ১০ই পূর্ণরাজ্য দিবসে অমিতশাহকে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আসার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহেরও। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এমনটাই জানালেন।

আজ সন্ধ্যায় মশাল রেলি শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ জানুয়ারি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ত্রিপুরা সফরে আসছেন। তিনি ১১ জানুয়ারি বিজেপি কার্যকর্তাদের সম্বোধন করবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ২১ জানুয়ারি পূর্ণ রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করছি তিনিও ত্রিপুরা সফরে আসবেন।

নন্দননগরে ট্রাকের চাপায় নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সকালে নন্দন নগর এলাকায় ট্রাকের চাপায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, সকালে একটি ট্রাক দ্রুতবেগে এসে পথচারী এক ব্যক্তিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরের সাথে রেলপথে জুড়ছে ত্রিপুরা, যাত্রী ট্রেন শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রেলপথে মণিপুরের সাথে জুড়তে চলেছে ত্রিপুরা। আগরতলা-জিরিবাম যাত্রী ট্রেনের সূচনা হবে শীঘ্রই। সব কিছু ঠিক থাকলে, আগামী ৮ জানুয়ারি আগরতলা রেল স্টেশন থেকে জিরিবাম-আগরতলা যাত্রী ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করবেন পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জেনেরাল ম্যানেজার অংশুল গুপ্তা। তিনি আগামী ৭ জানুয়ারি দুইদিনের ত্রিপুরা সফরে আসছেন।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনিত কৌর জানিয়েছেন, জিরিবাম-আগরতলা রেল পরিসেবা চালু করার প্রস্তাব রেল বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই অনুমোদন মিলবে। অনুমোদন মিললে ওই রুটে রেল পরিষেবা শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে আগামীকালের মধ্যে রেল বোর্ডের অনুমোদন আসলে আগামী ৮ জানুয়ারি পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জেনেরাল ম্যানেজার অংশুল গুপ্তা আগরতলা থেকে জিরিবাম-আগরতলা যাত্রী ট্রেনের সূচনা করবেন।

রেলওয়ে সুত্রে খবর, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জেনেরাল ম্যানেজার আগামীকাল ত্রিপুরায় এসেই আগরতলা স্টেশনের পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি কোচিং ডিপো ঘুরে দেখবেন এবং উদয়পুর স্টেশনেরও পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া তিনি ফিরে যাওয়ার পথে আগরতলা থেকে বদরপুর পর্যন্ত রেল লাইনের পর্যবেক্ষণ করবেন।

কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে বাদল চৌধুরী সহ সিপিএম নেতৃত্ব আদালতে হাজিরা, পরে জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। করোণা বিধি অমান্য করার অপরাধে বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মানিক দে সহ অন্যান্য কয়েকজন নেতা বৃহস্পতিবার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হন। আদালত থেকে তারা যথারীতি জামিনে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৫ শে মার্চ সিপিআইএম রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনীতে মিছিল ও সভা করেছিল। করোনা সংক্রমণ চলাকালে সভা-সমাবেশের অনুমতি না থাকার অজুহাতে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত থেকে তাদেরকে নোটিশ পাঠানো হয়। আদালতের নির্দেশ মেনে তারা যথারীতি বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির হন।

আদালত চত্বরে তাদের আইনজীবী জানান, সিপিআইএম দল সবসময় আদালতকে মান্য করে। সে কারণেই আদালতের নির্দেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাটাইয়ের প্রতিবাদে স্মার্ট সিটি অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। মহিলাকে কর্মীকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বড়দোয়ালী এলাকায় স্মার্ট সিটি লিমিটেডের অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, অর্পিতা পালিত নামে এক মহিলা আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন। অফিস চলাকালীন সময়ে ওই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বহি:রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে জরুরি অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। তিনি বিষয়টি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অফিস কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। অথচ অফিস কর্তৃপক্ষ তাকে কোনো কারণ না দেখিয়ে পয়লা জানুয়ারি থেকে ছাঁটাই করে দেন। ফলে ওই মহিলা অসহায় হয়ে পড়েন।

ওই মহিলাকে কেন ছাঁটাই করা হয়েছে তা জানতে এলাকার জনগণ বৃহস্পতিবার স্মার্ট সিটি লিমিটেডের অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে ওই মহিলাকে কাজে নিযুক্ত করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, অসুস্থ ওই কর্মীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে কর্তৃপক্ষ তাকে ছাঁটাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সফরে নিরাপত্তায় ঝুঁকি, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন পঞ্জাব সরকারের, মামলা সুপ্রীম কোর্টে

নয়াদিল্লি / চন্ডীগড়, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিরোজপুর সফরের সময় নিরাপত্তায় ঝুঁকির ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল পঞ্জাব সরকার। তিন দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মেহতাব সিং গিল, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব এবং বিচারপতি অনুরাগ বর্মা। এরই মধ্যে, এই ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেখানে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি পঞ্জাবের মুখ্যসচিবকে অপসারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

বুধবার পঞ্জাবের হুসেইনিওয়ালায় জাতীয় শহিদ স্মারকে একটি কর্মসূচির পর ফিরোজপুরে একটি জনসভা ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ঠিক ছিল, সকালে ভাটিন্ডা বিমানবন্দরে নেমে কপ্টারে গন্তব্যে পৌঁছবেন তিনি। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ওই যাত্রাপথে একটি উড়ালপুলে ১৫-২০ মিনিট আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। তার পর সেখান থেকে কনভয় ঘুরিয়ে বিমানবন্দরে ফিরে আসতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গলদ নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। পঞ্জাব সরকারের নিন্দা করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। যাবতীয় অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। যাইহোক, প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় নিরাপত্তায় ঝুঁকির ঘটনায় এবার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল পঞ্জাব সরকার।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রবীণ আইনজীবী মনিন্দর সিং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯৩ ▫ ৭ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২২ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব শান্তিই কাম্য

যত মতানৈক্যই হোক, যত বিবাদই থাকুক, পরমাণু যুদ্ধ কোনওঅবস্থাতেইনয়। তাহার কারণ, পরমাণু যুদ্ধে জয়লাভ কোনও দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাহা উলটে ধ্বংসের দিকে টানিয়া নিয়া যাইবে বিশ্বকে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাঁচ দেশ এমনই এক বিবৃতি পেশ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, শক্তিশালী পাঁচটি দেশের এমন যৌথ বিবৃতি শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, বিশ্বের বিরল ঘটনাও বটে।

সম্প্রতি একাধিক বিষয় নিয়া বিশ্বের একাধিক দেশের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হইয়াছে। একদিকে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির তীব্র বিরোধ চলিতেছে। ইউক্রেন সীমান্তে বিশাল সেনা মোতায়েন করিয়াছে রাশিয়া। অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কার্যত তলানিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। আবার ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্কটাওভাল জায়গায় নাই। এই পরিস্থিতিতে এই যৌথ বিবৃতি এবং শপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁহাদের মত, এমন শপথ গ্রহণ বিশ্বে শান্তির জন্যঅত্যন্ত জরুরি।উল্লেখ্য, চিনও এই বিবৃতির অংশ। বিবৃতি প্রকাশের পর চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে দেশের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তাহা খানিকটা হইলেও প্রশমিত হইবে। কোনও দেশই যাহাতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করে, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। যাহাদের হাতে এই অস্ত্র আছে, তাহারা কখনও এই অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। শক্তির প্রদর্শন বন্ধ করিতে হইবে।প্রসঙ্গত, এর আগে পরমাণু সংক্রান্ত এক চুক্তি হইয়াছিল ১৯৭০ সালে। ১৯৬৮ সালে তাহার খসড়া তৈরি হইয়াছিল। সেই চুক্তিতে বিশ্বের ১৯১টি দেশ সই করিয়াছিল। উত্তর কোরিয়া অবশ্য পরে সেই চুক্তি থেকে সরিয়া যায়। চলতি মাসেই পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কিত এক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশের। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বৈঠক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে কথা মাথায় রাখিয়াই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী দেশ এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

পরমাণু শক্তি গোটা বিশ্বের কাছে এক আতঙ্কের বিষয়। পরমাণু যুদ্ধ হইলে বিশ্বের কোন দেশ তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে না। ইহার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে গোটা বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। মানব জাতির কাছে পরমাণু যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিষয়। পরমাণু যুদ্ধ হইলে যে দেশ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবে সেই দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। প্রাণহানির পাশাপাশি যাহারা বাচিয়া থাকিব তাহারাও পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হইবে। স্বাভাবিক কারণেই জানিয়া শুনিয়া পরমাণু যুদ্ধ হলে কোন দেশ তাহার ভয়ঙ্কর রোষানল হইতে রক্ষা পাইবে না। বিলম্বে হইলেও বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশ গুলি পরমাণু-যুদ্ধ হইতে নিজেদের বিরত রাখিবার যে ঘোষণা দিয়াছে তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা গোটা বিশ্বের কাছে স্বস্তিদায়ক। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত বিষয়সহ নানাভাবে গোটা বিশ্ব যখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক সেই সময়ে পরমাণু-যুদ্ধ আতঙ্ক বিশ্ববাসীর কাছে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতির নিয়মে জীবজগৎ অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগমনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে করোণা ভাইরাস সংক্রমণ সহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের হুংকার। করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানী সহ সর্বস্তরের বিশেষজ্ঞরা আপ্রাণ চেষ্টা চালায় যাইতেছেন। ইতিমধ্যেই ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিকা আবিষ্কার হইয়াছে। টিকাকরণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।কিন্তু সংক্রমণ একের পর এক তাহাদের চরিত্র বদলাইতেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন পরমাণু অস্ত্র নিয়া খেলা শুরু করিয়া দিয়াছে তখন ইহা গোটা বিশ্বের কাছেই ভয়ঙ্কর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া দেশের পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করিবার বিবৃতি জারি করা খুবই সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শুভ উদ্যোগ ও বোধদয়কে গোটা বিশ্ব স্বাগত জানানো এবং অভিনন্দন জানানো জরুরি।

আমেরিকার বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে মৃত ১৩, চলছে উদ্ধারকার্য

ওয়াশিংটন, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার একটিও বহুতল ভবনে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সাত শিশু সহ ১৩ জন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বৃহস্পতিবারও চলছে উদ্ধারকার্য।ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। ফিলাডেলফিয়ার দমকল বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ক্রেইগ মারফি জানিয়েছেন, ফিলাডেলফিয়ার পাবলিক হাউজিং কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন চারতলা বিশিষ্ট ভবনটিতে ২৬ জন বসবাস করতেন। তার মধ্যে ৮ জন দ্বিতীয় তলায় এবং ১৮ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ তলার বাসিন্দা ছিলেন। বহুতলটির তিনতলায় প্রথম আগুন ধরে যায়। নিমিষেই তা অন্যান্য তলায় ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে বাসিন্দারা। ছোটাছুটি। শুরু করেন। আটজন প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। দু'জনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বাকি ১৩ জনের ঝলসানো দেহ উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে সাত শিশু। অগ্নিকাণ্ডের সময়ে ভবনটিতে চারটি অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ছিল। কিন্তু এর একটিও সে সময় কাজ করেনি।। কীভাবে ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছেন দমকল আধিকারিকরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

চালসায় চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম শ্রমিক

চালসা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। জখম শ্রমিকের নাম মঙ্গল ওরাওঁ। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় একটি চিতাবাঘ ওই শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মঙ্গলের চিৎকারে বাকি শ্রমিকরা এসে চিতাবাঘের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে।যদিও ততক্ষণে ওই শ্রমিকের শরীরের একাধিক জায়গায় থাবা বসায় চিতাবাঘটি।এরপর চা বাগানে ঢুকে যায় চিতাবাঘটি।আহত শ্রমিককে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার জেরে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গোয়ালপাড়ায় বুনোহাতির সন্ত্রাস, বন্ধ ধনুভাঙা শংকরদেব শিশু নিকেতনে পঠনপাঠন

রংজুলি (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত রংজুলির এলাকার ধনুভাঙায় বুনোহাতির বিশাল এক দল ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। হাতির ভয়ে স্থানীয় স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এতে বন্ধ হয়ে গেছে স্কুলের পঠনপাঠন। গত কয়েকদিনের মতো গতকাল রাতেও বুনোহাতির এক দল ধনুভাঙা শংকরদেব শিশু নিকেতনে হামলা চালায়। হাতির দল নিকেতনের শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে স্কুলের আসবাবপত্র ব্ল্যাকবোর্ডও। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান বন্ধ করে দিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বরাবরের মতো গত কয়েকদিন ধরে খাদ্যের সন্ধানে পাহাড় থেকে বুনোহাতির দল জনবসতি এলাকায় নেমে বিস্তর ক্ষতিসাধন করে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের প্রাণও হরণ করেছে গজরাজের দল। এছাড়া ধান খেত থেকে শুরু করে উৎপাদিত মরশুমি ফসল খেয়ে তছনছ করে দেয় হাতি।

উৎপাতের আরেক নাম চিন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যখনই কোনো সমস্যার করাল ছায়া বিশ্বে এসেছে তখনই কিছু না কিছু নতুন কলকাঠি চিন নেড়েছে। সারা বিশ্ব এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল যে চিন আসলে একটা অ- গণতান্ত্রিক পরোক্ষ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র যারা নানান পদ্ধতিতে অন্য দেশের এবং বিশ্বের গণতন্ত্রের ভিত্তি টলোমলো করতে প্রস্তুত। চিনের নানা দূরভিসন্ধি দেখে মনে হচ্ছে স্টিফেন ল্যাভিস্কে এবং ড্যানিয়েল জিবলেটের সেই বইটার কথা ''How Democracies Die'' -- সত্যিইতো একটা রাষ্ট্র কি করে অনাদরে গণতন্ত্রের গলা চেপে ধরে! তাও আবার অন্য রাষ্ট্রের গলা! সেখানে লেখক বলছেন ঠান্ডা মাথায় যারা গণতন্ত্র হত্যা করে তারা আপাত অদৃশ্য এবং মিলিটারি যুদ্ধের মতো রক্তপাত ঘটায় না। চিন বোধহয় এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নিঃশব্দী গনতন্ত্র ঘাতক। ওই দেশটাকে দেখে এই জিজ্ঞাসা জাগে কর্পোরেট ক্যাপিটালিজম এবং গণতন্ত্র কি সত্যিই জড়াজড়ি করে থাকতে পারে? করোনা অতিমারী , তার সাথে আবার দোসর ওমিক্রন, ঠিক এই সময়েই চিন আবার এক ভারত সার্বভৌমত্ব বিরোধী পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল। ২০০৫ সালে ভারত এবং চিনের যে সীমান্ত বিষয়ক চুক্তি হয়, তার ৮ নং অনুচ্ছেদ বলছে, সীমান্তে যে দেশের জনগোষ্ঠী বিদ্যমান তাদের উচ্ছেদ করা যাবেনা। সম্প্রতি চিন নিজেও তার দেশে এক আইন বলবৎ করেছে যা চিনের সীমান্ত আগ্রাসন নীতিকে আরো কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভুটান এবং অরুণাচল সীমান্তের ছোটো ছোটো গ্রামগুলো কব্জা করাই এখন ওদের লক্ষ্য এবং তারা দাবি করছে এইসব গ্রামে চিনারাই থাকে। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিচিয়ানের দাবি অরুণাচলের ঝাড়গ্রামের এক বড় অংশ তিব্বতের অংশ। তারা এই অঞ্চলের নাম মান্দারিন ভাষায় করতে উদগ্রীব।

এখন জিজ্ঞাসা ঠিক এই মহামারী সময় আর তারমধ্যেই কেন এতো সীমান্ত অসহিষ্ণুতার তোড়জোড়? চিন সীমান্ত সমস্যা তখনই করে যখন সীমান্তের ওপারে নিজের ভূখন্ডে বেশ বড়সড় কোনো না কোনো সমস্যা ঘটে। এই যেমন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে এক গভীর সমস্যা দানা বাঁধে ওখানে। Evergrande তো মুখ তুবড়ে পরেছে। যা কিনা ও দেশের সবচেয়ে বড় ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট বিল্ডার তা আজ রাষ্ট্রকে গ্যারান্টি অবলিগেশান দিতে অক্ষম। ঠাকুর ঘরে কে আমিতো কলা খাইনির সুরে আগেভাগেই China Banking and insurance Regulatory Commission (CBIRC) এক সাংবাদিক বিজ্ঞপ্তিতে বলে ; এর ফলে চিনের ব্যাঙ্কিং সেক্টরে কোনো প্রভাব পরবে না। কিন্তু এমন কথাকি বিশ্বাসের রাস্তার খানাখন্দ বোজাতে পারছে? নানা প্রশ্নের গর্তে যে ওদের ছেলেভোলানো বিজ্ঞপ্তি দম ফেলতে পারছে না। উত্তর খুঁজতে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুঁটছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের একদল বলছেন এই সঙ্কট যেন Lehman Brothers , ২০০৮ এর মুহূর্ত মনে করিয়ে দিচ্ছে। যেন এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। Evergrande বিপর্যস্ত হতে এই মুহূর্তে চিনের ঋণ কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ! যা চিনের সবচেয়ে বড় রিয়েল এস্টেট সঙ্কট হতে পারে এবং যেহেতু চিনের স্থাবর সম্পত্তি নিয়মানুযায়ী বড় অংশের মানুষ মোটা টাকার বিনিময়ে বায়না করেন এবং তার প্রশস্ত পথ হিসেবে বেছে নেন সরকারী এবং বেসরকারী ব্যাঙ্কের ঋণ ; তাই এ মুহূর্তে যদি Evergrande গ্যারান্টি অবলিগেশানে হাতেহাত দিতে না পারে তবে চিনের ক্রেডিট ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে সঙ্কুচিত করবে। এরমধ্যে অনেক রিয়েল এস্টেট সংসা মার্কিন দেশীয় ডলারের বন্ড বাজারে ছেড়েছে। এ ঘটনা বিশেষ করে হংকংয়ে ঘটেছে, ফলে, বহু বন্ডের মূল্য বিনিয়োগ অর্থের নীচে নেমে আসে যা ও দেশের গভীর চিন্তার কারণ। চিনের non real estate চিনা ডলারের বন্ড বছরে ৩ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও ২০১৯ এর পর থেকেই অফসোর বন্ড মুখপুড়িয়ে ৬ শতাংশে নেমেছে। চিনে যে মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয় তখনই ওরা সীমান্ত সমস্যা বা সাইকোলজিক্যাল ওয়ার তৈরি করে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর ওপর আধিপত্য এবং ব্যবসায়িক একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার প্রবণতায় চিড় ধরায় না।

এখন জিজ্ঞাসা ঠিক এই মহামারী সময় আর তারমধ্যেই কেন এতো সীমান্ত অসহিষ্ণুতার তোড়জোড়? চিন সীমান্ত সমস্যা তখনই করে যখন সীমান্তের ওপারে নিজের ভুখন্ডে বেশ বড়সড় কোনো না কোনো সমস্যা ঘটে। এই যেমন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকে এক গভীর সমস্যা দানা বাঁধে ওখানে।

ভারতের সাথে এই ধরনের কূটনৈতিক কূটকচালি করে চিন বোধহয় তেমন কোনো সুবিধা করতে পারবে না। কারণ ইতিমধ্যেই তাইওয়ান নিয়ে যে পরিমাণ জলঘোলা দক্ষিণ চিন সমুদ্রে হয়েছে তাতে সৈকতে বিভেদের সুনামি আছড়ে পরেছে। দক্ষিণ চিন সমুদ্রের ১৮০ কিলোমিটার দূরে তাইওয়ান এখন চিনের আগ্রাসনের অ্যাসিড টেস্টার। দশকের পর দশক ধরে তাইওয়ান চিনের ' এক দেশ দুই নিয়ম' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই দেশই কিনা আজ প্রথমবারের জন্য নিজেদের ' রিপাবলিক অফ চায়না' বলেছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে তাইওয়ান এই শব্দবন্ধে এলো তার পর মুহূর্তেই কিন্তু তারা আর রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্র থাকতে পারল না। সারা বিশ্বের মাত্র পনেরোটি দেশ তাইওয়ানকে রিপাবলিক অফ চায়না- র স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কোনও ভাবেই রাষ্ট্রপুঞ্জে সমর্থন দেয়নি।করোনা অতিমারী এবং চিনের ভ্যাকসিন কূটনীতি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানান প্রশ্ন তুলেছে। এর মধ্যেও চিনের একটার পর একটা বেচাল পদক্ষেপ তাদের আরোএক জরিমানা দিতে বাধ্য করল। AUKUS এর সুরক্ষা সন্ধিতে চিন আমন্ত্রণ পায়নি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি সিতি বজায় রাখতে যে চিনকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে তা ভীষণ স্পষ্ট। ঠিক তখনই তাইওয়ানের বিদেশ মন্ত্রী জোসেফ উও একটু চিন দূরত্ব তৈরি করে বলেন তাইওয়ান এই সুরক্ষা চুক্তির সমর্থক। চিন যা করে চলেছে তাকে পররাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় বলে ''Strategic ambiguity'' এবং ''Future proofing necessity'' এর জন্য তারা সদাব্যস্ত। বিভিন্ন অনুন্নত রাষ্ট্র চিনের অর্থনৈতিক উপনিবেশ হলেও তাইওয়ান তাদের প্রথম লিটমাস টেস্ট যেখানে তারা তাদের আন্তর্জাতিক জোর সমীক্ষা সরাসরি করতে পারল। চিন যে কেমলমাত্র জমি দখলের জন্যই উৎসাহী তা প্রমানিত এবং ' common prosperity 'র ধারধারেনা তারা। আজকে তাইওয়ান বা অরুণাচলের সাথে পিসফুল রিইউনিফিকেশনের ছদ্মনামে তারা যে আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রীয় মার্জিতবোধের অবমাননা করছে এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারেনা। যথার্থ ভাবেই চিন এক অন্য কূটনীতি শুরু করেছিল যার নাম ছিল ' mask diplomacy ' -- করোনা মোকাবিলার সরঞ্জামের দক্ষিণ এশিয়া বিদেশনীতি। চিন বাস্তবেই এক মুখোশনীতির পালে ভর করে চলছে। ASEAN দেশগুলোর কাছে অবিশ্বাসের মেঘ ঘন করে যে জোড়াতালি ' পাবলিক গুড' মুখোশ চিনের ছিল তা পুঁতি গন্ধময়।

দিল্লির আন্তর্জাতিক বইমেলার পাশে কলকাতা বইমেলা কি নেহাতই ছোটগল্প?

শোভনলাল চক্রবর্তী

অজানা ও অচেনাকে চেনার যে চিরন্তন আগ্রহ মানুষের আছে, সেই আকাঙ্খা পূরণের সবচেয়ে সহজ রাস্তা হল বই পড়া। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক লিও তলস্তয়ের একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "তিনটি জিনিস মানুষের জীবনে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, বই, বই এবং বই।"।

এখন বই পড়ার ঝোক কমছে বলে অনুযোগ শোনা যায় হামেশাই। সাধারণ মানুষের এই ''বিই বিমুখতা''র কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তার নানা দিক আমাদের সামনে ধরা দেয়। অনেক বিশেবজ্ঞের মতে, মানুষের জীবনে প্রযুক্তি-নির্ভরতা বেড়ে যাওয়াই এর অন্যতম প্রধান কারণ। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তারই হাত ধরে আজ সবার কাছে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুলভ সুযোগ এসে পৌঁছেছে। সেই সূত্রেই বর্তমান তরুণ সমাজ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের বিভিন্ন মাধ্যমকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ডুব দিয়েছে। টেলিভিশনও অবশ্য কম দায়ী নয়। যাই হোক, এ সবের ফলস্বরূপ পাঠকের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক ধীরে ধীরে আলগা হচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইন্টারনেট গেম খেলার সর্বনেশে নেশা। এখন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পড়া ব্যাপারটা শুধুই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ আর অনলাইনের কিছু পত্র-পত্রিকায় সীমায়িত ই-বুকএর প্রচলন হলেও তা কি হাতে বই নিয়ে পড়ার স্বাদ দিতে পারে? প্রযুক্তির প্রতি মানুষের এই যে এত বেশি ঝোঁক তার পরিণতি কিন্ত সুখকব নয়। প্রভাব পড়ছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার ''পাগলা গণেশ' শীর্ষক কলবিজ্ঞানের গল্পে মজার ছলে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, সুস্থ মানসিকতার জন্য বই পড়া খুবই জরুরি। সৃজনশীলতা, মননশীলতা-ও এইসব গুণাবলীর বিকাশে বই খুব ভাল বন্ধু। বই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যন্ত্র নির্ভর সভ্যতায় আজ আমরা বড় আত্মকেন্দক ও স্বার্থপর হয়ে উঠছি। এথচ এটা ঘটনা যে, বই পড়ে যে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, তা অন্য কিছুতে অসম্ভব। সুভাষচন্দ্র বসু যখন মান্দালয়ের জেলে বন্দি ছিলেন, তখন বই কী ভাবে তাকে নিঃসঙ্গতা কাটাতে সাহায্য করেছিল, তা তিনি তরুণের স্বপ্ন" গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। আসলে বই আমাদের নিঃস্বার্থ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কবিগুরুর কথায়, "ভালো বই আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপার। তাই বই পড়ার অভ্যাস হওয়া উচিত শৈশব থেকেই। কারণ, শৈশবই ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম পর্ব। বছর তিরিশ পিছিয়ে গেলেই অন্য ছবি ধরা পড়ে। তখন ছেলেবেলা ছিল বড্ড মজার। ছোটরা লেখাপড়ার ফাঁকে মাঠেঘাটে দাপিয়ে বেড়াত। বর্ষায় কাদামাঠে ফুটবল কিংবা শীতের দুপুরের ক্রিকেটের মজাই ছিল আলাদা। দল বেঁধে স্কুলে যাওয়ার মধ্যেও ছিল এক অন্যরকম আনন্দ। সে সময় ছিল যৌথ পরিবার ছিল। অফুরন্ত আদার ভালবাসা ও আত্মিক বন্ধন ছিল। ঠাকুরমার ঝুলি, আবোলতাবোল, বুড়ো আংলা, হযবরল-র আশ্চর্যময় কল্পনার জগৎ ছিল। পাড়ায় লাইব্রেরিতে ছুটির দুপুরে গল্পের বই পড়া ছিল। কমিসক বইয়ে অরণ্যদের জাদুকর ম্যানড্রেক, বাহাদুর, রিপ কার্বির এক রোমাঞ্চকর দুনিয়া ছিল। বড় বড় খেলার মাঠে ছিল সাঁতার কাটার পুকুর ছিল। আমবাগান ছিল। এখন আগের মতো ক্লাবও শিশু-কিশোর সংগঠন নেই পাড়ায় পাড়ায়। একন ব্যাগভর্তি নিয়ে সকালে ঘুমচোখে স্কলে যাওয়া। স্কুল থেকে ফিরেও শিক্ষকের কাছ থেকে অন্য শিক্ষকের কাছ ছোটা। এভাবেই কেটে যাচ্ছে শৈশব। পাঠ্যবইয়ের বইরে জগৎটাই ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তরুণ বয়সে তাদেরই মনোযোগ চলে যাচ্ছে ইন্টারনেট ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া বা বিনোদেন মাধ্যমগুলির প্রতি। এভাবেই তারা গতবাঁধা পড়াশোনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আসলে বাবা-মা'য়ের স্বপ্নপুরণের কাণ্ডারী হয়ে ছুটতে ছুটতেই তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই ছেলেবেলায় যখন পাঠক হিসেবে একজনের হাতেখড়ি হওয়ার কথা, তখনই নানা পারিপার্শ্বিক কারণে বইয়ের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব তৈরি হচ্ছে। তা হলে নতুন পাঠত তৈরি হবে কীভাবে? আগে অভিবাভকের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সন্তানের হাতে উপহার হিসাবে বই তুলে দিতেন। আর নিজেরাও অবসরের অনেকটা সময় বই পড়ে কাটাতেন। ফলে পারিবারিক ভাবেই বই পড়ার সুঅভ্যাস গড়ে উঠতে। এখন যে সেই রীতি নেই, তা বললে ভুল হবে। তবে সেই চল কমে এসেছে অনেকটাই।

প্রথম ধাপে একজন শিশুকে ছবিওয়ালা বই দেখাতে হবে। ছবির আকর্ষণে সে নিজেই ওই বইয়ের পাতকা ওল্টাতে শুরু রবে। ধীরে ধীরে ছবি সম্পর্কিত কথার সঙ্গে তার পরিচয় করাতে হবে। সেই সঙ্গেই তাকে তার বয়সপোযোপী বই পড়ে শোনাতে হবে। এরকম করে তার শোনার ক্ষমতা যেমন বাড়বে, ঠিক তেমনই নিজে পড়ার আগ্রহও জন্মাবে। এভাবেই তৈরি হয় একজন নতুন পাঠক। উল্লেখ্য যে, দু'তিন দশক আগেও স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের সবুজ ঘাসে নিজেদের পড়া কোনও বই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা সভা, সাহিত্যসভার জমজমাদ আসর বসত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের হাত ধরে সে দৃশ্য আজ বিরল। আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বর্তমান সময়ে দেশের নানা প্রান্তে প্রচুর পাঠাগার ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে বইয়ের সংখ্যাও অগুণতি, টেবিল চেয়ারও রয়েছে। কিন্তু তেমনভাবে পাঠক নেই। এ বই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। আসল কথা হল, আজকের এই 'ডিজিটাল যুগ' হাত বাড়ালেই তথ্যের ভাণ্ডার, যেখানে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত। কিন্তু সেখানে মননশীলতার প্রকাশ নেই। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ নেই। এই অবস্থায় পরিবর্তন করতে হলে সবার সদর্থক ভূমিকা প্রয়োজন।

ইউনেস্কো থেকে এ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ২৩ এপ্রিল তারিখটিকে আন্তর্জাতিক বই দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে গড়ে তুলতে সবাইকে বইয়ের আশ্রয়ে ফিরতেই হবে। কারণ, বই পড়ার কোনও বিকল্প নেই। বইকে যে ভালবাসে এবং বই পড়ে সেই মানুষটিও কি একই রকম এক উপভোক্তা, ঠিক যে ভাবে এখজন জামা-জুতো লিপস্টিক কেনে? সম্প্রতি দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউয়-এর থেকে সংগৃহীত নির্বাচিত রতনার এক অসাধারণ সঙ্কলন হাতে এল। বইটির নাম 'বাই দ্য বুক'। বইটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার আছে বই পড়া নিয়ে। সেসব সাক্ষাৎকার পড়লে বোঝা যায় মানুষ কিন্তু একন ও খুব বেশি ঘটমান দুনিয়ার বাসিন্দা। তাই এ হল ব্রেকিং নিউজের যুগ। ফলে সংবাদপত্রে বা সংবাদমাধ্যমের যে ঘটনা এখন দেশে-বিদেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ বই পড়ার সময় সেই 'টলিক্যালিট'কে বিশেষভাবে মাথায় রেখে চলেছে। যেমন আফগানিস্তানের তালিবানি সন্ত্রাস নিয়েই এখন মানুষ ভাবছে, চাইছে এ ব্যাপারে বই প্রকাশিত হোক। আইএসআই এস নামক সংগঠনটি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আইএসআই-এর সঙ্গে এই তালিবানদের সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ এ সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে বই লিখলেই সেটা হয়ে যাবে বেস্ট সেলার। খবরের মতো বইকেও একন ভাবতে হয় টাইমিং। সবাই তো কিশোর কুমারের মতো অলটাইম ফেভারিট হয় না। 'বাই দ্য বুক' গ্রন্থটিতে (Donna Tarti) এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি কখনওই (One book at a time person) নন। তিনি এক সঙ্গে অনেকগুলো বই পড়তে ভালোবাসেন। এ জন্য ভ্রমণ করার সময় তাঁকে সুটকেশ। খুবই ভারী হয়ে যায়। উপন্যাস লেখার বিশেষ মজা কী, জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক বিকল্প জীবন দেওয়াই লেখিকার কাজ। আমার মনে হয় শুধু লেখকই নন, একজন পাঠকও সেই রচনার মধ্যে এক বিকল্প জীবন খুঁজে পান। তারপর সেই বিকল্প জীবনের মধ্যে নিজেকে নিজেই হারিয়ে ফেলেন। আসলে বইয়ের পাঠক কি তবে এক হারিয়ে যাওয়া কোনও উপজাতির মতো হয়ে যাচ্ছে? খঞ্জ ঘোষের একটি লেখায় পড়েছিলাম আমরা সে আদৌ পড়ছি না সেটাও আমরা অনেকেই জানি না মানে, ভাবছি আমরা পড়ছি। বই-ও কিনি আমরা। যেমন ভাবে কিনি আরও অনেক ভোগ্যপণ্য। আসলে পাঠকই নই, তবু ভাবি পাঠক, এ -ও এক মিথ। এ-ও এক 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি'।

বইয়ের পাঠক—এটা এক বিচিত্র জাতিসত্ত্বা। কত পুরনো বই নতুন করে পাড়ি, সময়ের হাত ধরে ভাললাগা ও ভালবাসা বদলায় অনেক ভালোবাসার বই আবার ভালবাসার জনক, প্রিয়জনকে পড়াতে ইচ্ছে করে। আর এসবের মধ্যেও দিল্লির দরবারে দেখি বই বিক্রিও আধিপত্য। বিশ্ব বইমেলা যেন এক মহাকাব্য। দিল্লির প্রগতি ময়দানের পাশে কলকাতা বইমেলা কি ছোটগল্প? কিল্ডল বা অ্যামাজন কি বইয়ের দোকানে আসা বা বই কেন কমিয়ে দিয়েছে? হয়তো সত্য। হয়তো নয়। হয়তো দু'টোই থেকে যাবে। যখন ফ্যাক্স মেশিন আসে তখন টেলিপ্রন্টার অচল হয় যায়। এক স্টেশনারি দোকানের মালিক বলেছিলেন, তখন আমরা টেলিপ্রিন্টারের কাগজের রোল বিক্রি করে ফ্যাক্স রোল বিক্রি করতে শুরু করলাম। এখন কম্পিউটার প্রিন্টারের কাগজ বিক্রি করি। বাজার ও সময়ের দাবি হাত ধরাধরি করে চলবে। তাতে পাঠকের মৃত্যু হবে কেন? (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আদালতে হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন বিরোধী উপদলনেতা বাদল চৌধুরী সহ অন্যান্য। ছবি ঃ নিজস্ব

সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর নির্দেশে পঞ্জাব সরকার দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা খেলেছে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দীর্ঘায়ু কামনায় গুয়াহাটির উগ্রতারায় পূজার্চনা প্রদেশ বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : গতকাল পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা কংগ্রেস সংগঠিত করেছে তার নিন্দা ও ধীক্কার জানানোর ভাষা নেই, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর নির্দেশে পঞ্জাব সরকার তথা ওই রাজ্যের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা খেলেছে। ঘটনাস্থল থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি কেন কেটে পড়লেন, প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজ বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে গুয়াহাটির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উগ্রতারা দেবালয়ে পূজা---অর্চনার আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পূজার্চনা করেছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটি মহানগর জেলা সমিতির সভাপতি মৃগেণ শরণিয়া সহ দলের বহু কার্যকর্তা।

পুজোর পর উপস্থিত সংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে আসেননি মুখ্যমন্ত্রী চান্নি বা নিদেনপক্ষে তাঁর মন্ত্রিসভার কোনও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। অথচ মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন বিরোধী দল বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁকে স্বাগত জানাতে সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরে যেতেন। এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের সুস্থ পরম্পরা। কিন্তু পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার সেই পথে না হেঁটে ঘৃণ্য রাজনীতি করে জীবন-সংশয়ে ফেলে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর। তাই যে ঘৃণ্য কাণ্ড তারা সংগঠিত করেছেন তা অসমের জনতা একমুখে ধীক্কার দিচ্ছেন। তবে বিরোধীদের এ ধরনের ষড়যন্ত্রে বার বার প্রতিহত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল তারা হয়ে জ্বল-জ্বল করবেন, বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এদিকে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতাও গতকাল পঞ্জাবে সংগঠিত ঘটনার নিন্দা করে বলেন, পঞ্জাবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয়, জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ গাফিলতি করেছে তা কোনও সুস্থ নাগরিক কস্মিনকালেও ভাবতে পারেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবনকে শংকায় ফেলে আনার মতো ঘোর অপরাধ করেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পঞ্জাব সরকার এবং অতি নিন্দনীয়ও বটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি প্রদর্শিত এ ধরনের জঘন্য অমানবিক আচরণ দেশের কোনও নাগরিক সহজভাবে মেনে নেবেন না।

তিনি বলেন, কংগ্রেস সরকার কর্তৃক সংগঠিত ওই ঘটনা কোনওভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কংগ্রেসের এই নিকৃষ্ট মানসিকতাকে তাঁরা একমুখে ধীক্কার জানাচ্ছেন। ভবেশ বলেন, কংগ্রেস সহ অন্য বিভিন্ন অপশক্তির ষড়যন্ত্রের কবল থেকে দেশ তথা বিদেশের সর্বকালের সর্বজনপ্রিয় এই নেতা সুরক্ষিত থাকেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া মোদীজির শতবর্ষ জীবন কামনা করেই আজ পূজা-অর্চনা তাঁরা করেছেন, বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

আজ অসম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির সব জেলা সমিতির উদ্যোগেও সংশ্লিষ্ট এলাকার জাগ্রত মঠ-মন্দির, দেবালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে পূজা-অর্চনার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা, অসম প্রদেশের উদ্যোগেও প্রত্যেক জেলা সমিতি কংগ্রেস কর্তৃক গতকাল সংগঠিত অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে, জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

‘করিমগঞ্জ পুরসভা পুনরুদ্ধার করতেই হবে’, পণ নিয়ে ময়দানে জেলা কংগ্রেস

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ‘করিমগঞ্জ পুরসভা পুনরুদ্ধার করতেই হবে।’ বিজেপি পরিচালিত গত দেড় বছরের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করে এই সংকল্প নিয়ে কোমর কষে মাঠে নেমেছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস। পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে জেলা কংগ্রেস। পুরসভা নির্বাচনে দলীয় টিকিটের আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যে জেলা কংগ্রেসের কাছে ৩৯ জন আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় এবং পুরসভা নির্বাচনের দলীয় কোর-কমিটির আহ্বায়ক তথা শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ দলীয় সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আজ বৃহস্পতিবার এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। জানা গিয়েছে, দলীয় দুই নেতা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চলতি মাসের ১৭ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্মে নির্ধারিত মাশুল সহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। দু-এক দিনের মধ্যেই মাশুলের পরিমাণ জানানো হবে। ফেব্রুয়ারি মাসেই পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সমপ্রতি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। তাই, সময় নষ্ট না করে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মাঠে নেমে পড়েছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস।

পুরসভা নির্বাচনের রূপরেখা তৈরি করতে ইন্দিরা ভবনে ইতিমধ্যে বার-কয়েক বৈঠকে করেছে কোর-কমিটি। আজকের বৈঠকে পুরসভা নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও কোর-কমিটির আহ্বায়কের মধ্যে। পাঁচ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থী যাঁরা কোর-কমিটির কাছে আবেদন করেছেন, কেবল তাঁরাই এবার নির্দিষ্ট ফর্মেটে আবেদন জমা দেবেন।

কোর-কমিটির কাছে আবেদন না করে সরাসরি কেউ মনোনয়ন পাবেন না, এ বিষয়ও পরিষ্কার করে দিয়েছে কোর-কমিটি। পুরসভা নির্বাচনে দলীয় কোর-কমিটির আহ্বায়ক তাপস পুরকায়স্থ বৃহস্পতিবার এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, এবার বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপি পরিচালিত পুরসভা দুর্নীতির ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের নেতৃত্বে পুরসভা পুনরুদ্ধার করতে কংগ্রেস সামনে থেকে লড়াই করবে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় জানান, পুরসভা নির্বাচনের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। এবার বোর্ড গঠন করবে কংগ্রেস।

বিজেপি পরিচালিত বিদায়ী পুরবোর্ডের কার্যকলাপে শহরবাসী অতিষ্ঠ। তাই, প্রাক্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায়ের নেতৃত্বে সংগঠিত সকল দুর্নীতির মোক্ষম জবাব দিতে শহরের নাগরিকরা মুখিয়ে রয়েছেন বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

শরীর সুস্থ রাখতে সচেতনতা অভিযান হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : সঠিক খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, ব্যায়াম, দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনশৈলির মাধ্যমে অসংক্রামক রোগব্যাধি যেমন ক্যানসার, ডায়াবেটিস, টিবি থেকে দূরে থাকা যায়। হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলমান অসংক্রামক ব্যাধি রোধে সচেতনতা বাড়াতে এই কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে কাটলিছড়ার স্বপনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে ধূমপান, তামাক সেবন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি ছাড়ার জন্য দৃঢ় মানসিক অবস্থান জরুরি বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। মনাছড়া হাইস্কুলেও সম্প্রতি এ ধরনের তামাকমুক্ত সমাজ গঠনে আরও এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিগারেট বিড়ি, জর্দা, খইনি, ড্রাগস ইত্যাদি সেবনের কুফল নিয়ে আলোচনা করেছেন বক্তারা। এতে জানানো হয়, মারণব্যাধি ক্যানসার এই সব তামাক সেবনের ফলে দেহে বাসা বাঁধে। তাই সর্বাবস্থায় এ সব নেশা সামগ্রী বর্জন করলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যাবে বলেও সভায় স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়ে দেন।

ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১১ দিনে মোট ৬.২২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ডিমা হাসাও পুলিশ এগারো দিনে মোট ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে সমগ্র রাজ্য জুড়ে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন ও পরিবহণ বিভাগ তৎপর হয়ে উঠেছে।

ডিমা হাসাও জেলায়ও পথ দুর্ঘটনা রোধ করতে পুলিশ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। হাফলং শহরে পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে নাকা-তল্লাশি বসিয়ে মদ খেয়ে কেউ গাড়ি চালাচ্ছে কি না, ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে চালকদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাছাড়া হেলমেট ছাড়া মটর সাইকেল বা স্কুটি চালকদের উপরও কঠোর হয়ে উঠেছে হাফলং পুলিশ। সমগ্র জেলা জুড়ে ট্রাফিক আইন ও পথ সুরক্ষা উপর বিশেষ সজাগতা অভিযান শুরু হয়েছে। সবাই যাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলেন এ নিয়ে সজাগতা অভিযান চালানো হচ্ছে হাফলং শহরে। উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ডিমা হাসাও পুলিশ ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। তাছাড়া বিনা এজাহারে মোট ৬৪৭টি মামলা রুজু করা হয়েছে। মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর দায়ে ৩৫টি মামলা রুজু হয়েছে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

দ্বিতীয়বার কোভিড পজিটিভ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট

জয়পুর, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : নয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার করোনায় আক্রান্ত হলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বৃহস্পতিবার টুইটে এ কথা জানান তিনি। যদিও তাঁর শরীরে মৃদু উপসর্গ রয়েছে। তাই চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, চিন্তার বিশেষ কারণ নেই। ৭০ বছরের অশোক গেহলট টুইটে লেখেন, ‘আজ কোভিড পরীক্ষা করিয়েছিলাম। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। শরীরে উপসর্গগুলো হালকা। তেমন কোনও সমস্যা নেই।’ তবে তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষদের কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী।

গত বছর এপ্রিলে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার সময় করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন অশোক গেহলট। এবার তিনি ও তাঁর ছেলে বৈভব দু’জনের ধরা পড়ে করোনা। তবে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার আগে অনেকগুলি টুইটে রাজ্যবাসীকে করোনা এবং নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনকে হালকাভাবে না নেওয়ার পরামর্শ দেন। একটি টুইটে তিনি লিখেছিলেন, ‘লোকে ভাবছে ওমিক্রন অতটাও প্রাণহানিকর নয়। তাই মানুষ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করছে।’

এদিন নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে অশোক গেহলট টুইটে লেখেন, ‘২০২১ সালের আগস্টে আমার আর্টারিতে যখন ব্লকেজ ধরা পড়েছিল তখন চিকিৎসকরা পোস্ট কোভিড জটিলতাকে দায়ী করেছিলেন। সেজন্য ওমিক্রনকে হালকাভাবে নেওয়া উচিৎ হবে না। সবাইকে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলতে হবে।’

দিল্লির নিউ লাজপত রায় বাজারে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই ৬০টি দোকান

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির চাঁদনি চক এলাকার নিউ লাজপত রায় মার্কেটে। বৃহস্পতিবার সকালে লালকেল্লায় উল্টোদিকে নিউ লাজপত রায় মার্কেটে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৩টি ইঞ্জিন। ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় কমপক্ষে ৬০টি ছোট দোকান। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর সকাল সাতটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দমকল জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ লালকেল্লার উল্টোদিকে, দিল্লির চাঁদনি চক এলাকার নিউ লাজপত রায় মার্কেটে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে অনেকগুলি দোকানে। প্রথমে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১১টি ইঞ্জিন, পরে আরও দু”টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে আসে। দমকলের ১৩টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে অধিকাংশই কাপড়ের। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (উত্তর) সাগর সিং কালশি জানিয়েছেন, ‘সকাল সাতটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় এখন মাথায় হাত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।

ন্যাশনাল মেডিক্যালে আক্রান্ত আরও ১০০ জন

কলকাতা,৬ জানুয়ারি (হি. স.): রাজ্য জুড়ে ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্রমাগত করোনা আক্রান্ত হচ্ছে চিকিৎসকরা। ন্যাশনাল মেডিক্যালে করোনা আক্রান্ত আরও ১০০ জন।

হু হু করে রাজ্য জুড়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা হানায় নাজেহাল সকলে। অপরদিকে ইতিমধ্যেই টলিউডের একাধিক তারকা হয়েছে করোনা আক্রান্ত। একাধিক হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের শরীরেও থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনার মারন কামড় বসিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যালেও।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ন্যাশনাল মেডিক্যালে আক্রান্ত আরও ১০০ জন। এখনও পর্যন্ত চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে ২৯০ জন আক্রান্ত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৬৫।

তহবিল বর্ধিত করতে পাথারকান্দিতেও চলছে বিজেপির নিধি সংগ্রহ অভিযান

পাথারকান্দি (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে দলেৰ তহবিল বর্ধিত করতে পাথারকান্দিতেও শুরু হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির নিধি সংগ্রহ অভিযান। পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার পাথারকান্দি এবং লোয়াইরপোয়া, উভয় ব্লক মণ্ডলে জোর গতিতে চলছে নিধি সংগ্রহের কাজ।

এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বিজেপির পাথারকান্দি মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহা জানান, পাথারকান্দি বিধানসভা ক্ষেত্রের পাথারকান্দি মণ্ডলের অধীনে মোট ৯৫টি বুথে প্রায় দশ হাজার কার্যকর্তা রয়েছেন। তাছাড়া রয়েছেন দলের শুভাকাঙ্খীও। ফলে মণ্ডল কার্যকর্তারা ঘরে ঘরে গিয়ে সম্পর্ক রক্ষা করে দলীয় সদস্যদের কাছ থেকে নিধি সংগ্রহ করছেন। চলতি জানুয়ারি মাসব্যাপী এই নিধি সংগ্রহ অভিযান চলবে। তবে কারও কাছ থেকে জুলুম করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে না। ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা নিধি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়ে কাজ করছেন কার্যকর্তারা।

এদিকে লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজেপি সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি একইভাবে বলেন, তাঁর মণ্ডলের আওতাধীন ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১৯টি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথে দলীয় কার্যকর্তারা নিধি সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। তাঁরা ২৫ লক্ষ টাকা নিধি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে কাজ করছেন। নিধি সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হলে জেলা কার্যালয়ে সমঝে দেওয়া হবে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ১৫,৪২১

কলকাতা,৬ জানুয়ারি (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই হু হু বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে ১৫ হাজার পার আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১৫,৪২১ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ১৫,৪২১ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,৯৩, ৭৪৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৮৪৬। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭,৩৪৩। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৬,৩২,৭৯৭। বর্তমানে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৪০ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৬২,৪১৩। অপরদিকে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২,১৬,৬৯,৮৬৫।

এবার বিজেপি নেতৃত্বকে তোপ অনুপম হাজরার

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি স)। ফের প্রকাশ্যে বিজেপির অন্তর্দন্দ্ব। পুরভোটে প্রার্থী বাছাই নিয়ে এবার দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। টুইটারে উগরে দিয়েছেন ক্ষোভ।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, “কে যে প্রার্থী বাছাই করে!!!??? আর কিসের ভিত্তিতে যে প্রার্থী বাছাই করা হয়, ভগবান জানে!!!” দলের এধরনের সিদ্ধান্তে তিনি অত্যন্ত ‘বিরক্ত’ এবং ‘লজ্জিত’ বলেও উল্লেখ করেছেন ওই পোস্টে।তাঁর এহেন পোস্টে রাজ্য বিজেপির বিড়ম্বনা যে আরও বাড়ল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই প্রথমবার নয়। ইতিপূর্বে একাধিকবার দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছর অক্টোবরে তিনি বলেন, “তৃণমূল থেকে আসা সুযোগসন্ধানী নেতাদের নিয়ে আমরা মাতামাতি করেছি। পুরনোদের ভুলে গিয়েছি। এটা ভুল ছিল আমাদের।” তিনি এও বলেন, “ভোট মিটেছে। এখন ভুলত্রুটি নিয়ে বিচার করা, আলোচনা করার সময়।”

কলকাতা বিধানসভা ভোটে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় বারবার প্রকাশ্যে এসেছে বিজেপির অন্তর্দন্দ্ব। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে কলকাতা পুরভোটে বিপর্যয়। একের পর এক নেতা-কর্মীদের দলবদল। এমন পরিস্থিতিতে চলতি মাসেই রাজ্যের ৪ পুরনিগমে নির্বাচন। সেই নির্বাচনেও প্রার্থী বাছাই নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। আসানসোলের এক প্রার্থী তো মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার পথে দল বদল করেছেন। আর এই ঘটনাতেই রাজ্য বিজেপির উপর বেজায় চটেছেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা।

গ্ল্যামার ওয়ার্লে মদন মিত্র

কলকাতা,৬ জানুয়ারি (হি. স.): রাজনীতিবিদ হিসেবে সকলেই চেনে কমারহাটি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে। রাজনীতির পর এবার অভিনয়ে পা তৃণমূল নেতার।

বর্তমানের পরিস্থিতিতে সকলেরই মন খারাপ। রাজ্য জুড়ে চলছে বিধিনিষেধ। সিনেমা হল খোলার ক্ষেত্রেও করে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়। এরই মাঝে অভিনয়ে পা মদন মিত্রর। কালারফুল মদন মিত্রকে এবার পরিচালক জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামী ছবি ””’হচপচ”” - এ অভিনয় করবেন। অল্প সময়ের জন্য অভিনয় করবেন কামারহাটি বিধায়ক ৯০ মিনিটের এই ছবি দুজন উঠতি গায়কের কেরিয়ারের ওঠাপড়া নিয়ে। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তোলার চেষ্টায় প্রতারণারও শিকার হন দু’জনে। এরপরই এন্টি মদন মিত্রের। তাঁর হাত ধরেই ওই দুই উঠতি গায়ক নতুন জীবন পাবেন। যদিও কিভাবে সেটা বলবে ছবি ””’হচপচ””।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় পঞ্জাব সরকারের ব্যর্থতা একটি গভীর ষড়যন্ত্র: তেজস্বী সূর্য

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : বিজেপির যুব মোর্চার জাতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনকে বিপদে ফেলার অভিযোগ করে বলেন, এটি পঞ্জাব সরকারের সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান দেখায়। তিনি বলেন, পুরো ঘটনাটি অগ্রহণযোগ্য এবং লজ্জাজনক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ঘাটতি পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র এবং জটিলতার ফল।

তেজস্বী সূর্য একটি বিবৃতি জারি করে বলেন, কংগ্রেস যখন সস্তা রাজনীতি দিয়ে পঞ্জাবে বিজেপির জয়কে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন বিজেপি দেশ ও সমাজের সেবা করার দিকে মনোনিবেশ করছে। এ ধরনের গাফিলতি যাতে আর না ঘটে সেজন্য দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, যুব মোর্চা পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের কঠোর নিন্দা করে এবং কংগ্রেস দলকে সতর্ক করে যে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

লালগড়ে সিপিএম নেতা খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছত্রধর মাহাতো, চার্জশিট পেশ এনআইএ’র

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : সিপিএম নেতা প্রবীর মাহাতোর খুনের মামলায় তৎকালীন পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণ কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন বর্তমান তৃণমূল নেতা ছত্রধর মাহতো। এই ঘটনার প্রায় ১৩ বছরের মাথায় লালগড়ের সিপিএম নেতা প্রবীর মাহাতো খুনের মামলায় চার্জশিট পেশ করল এনআইএ।

খুনের মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা নগর দায়রা আদালতের এনআইএর বিশেষ আদালতে ছত্রধর মাহাতো সহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ৯৬ পাতার একটি চার্জশিট পেশ করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৯ সালের ১৪ জুন লালগড়ের ধরমপুরের ওই সিপিএম নেতাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়। ধর্মপুরের জঙ্গল থেকে মিলেছিল মৃতদেহ। শুধুমাত্র তাই নয়, প্রকাশ্যে একটি পোস্টার পড়েছিল যদি কেউ মৃতদেহ স্পর্শ করে, তাহলে তাকেও একই হাল করা হবে। সেক্ষেত্রে নৃশংসতার দিক থেকে এটি যুগান্তকারী বলেও উল্লেখ করা হয় চার্জশিটে।

তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে এনআইএয়ের তদন্তকারীরা। তার ভিত্তিতেই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। যেখানে প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটনার মূলচক্রী বা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নাম রয়েছে তৎকালীন পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণ কমিটির নেতা ছত্রধরের নাম। চার্জশিটে নাম থাকা প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ইউএপিএ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইনে মামলা আনা হয়েছে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির আরও পাঁচটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান এনআইএয়ের তরফে আইনজীবী শ্যামল ঘোষ।

সোদপুরে প্রায় এক ঘণ্টা পড়ে রইলেন ট্রেনের ধাক্কায় জখম প্রৌঢ়, মৃত্যু রেললাইনেই

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে সোদপুর স্টেশনে রেললাইনেই মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পেশায় পুরোহিত, নাম উৎপল চক্রবর্তী।সাইকেল নিয়ে কোনও মতে রেল গেট পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পুরোহিত। কিন্তু এই তাড়াহুড়োয় তাঁর প্রাণটাই যে অকালে চলে যাবে, তা কি আর আগে কেউ ভেবেছিলেন! সোদপুরের ৮ নম্বর রেলগেট পেরনোর সময় শান্তিপুর লোকালের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন তিনি। তখনও শরীরে প্রাণ ছিল। হয়তো প্রাণে বেঁচেও যেতেন। রেললাইনে প্রায় ১ ঘণ্টা পড়েছিলেন জখম উৎপলবাবু। গুরুতর জখম ব্যক্তি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান।কিন্তু খড়দহ থানার পুলিশ তাঁকে দ্রুত তুলে হাসপাতালে নেয়নি রেলের এলাকা হওয়ায়। রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছলে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয় বলে অভিযোগ। রেল পুলিশের বক্তব্য, মুমূর্ষুকে বাঁচানোর জন্য যে কেউ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। নিজেদের গাফিলতি অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে খড়দা পুলিশ।

এদিকে, স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রেল পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন কিছু এলাকাবাসী। আবার অনেকের বক্তব্য, রেলের এলাকায় অন্য যে কারও যাতায়ত করলে তার পূর্ণ দায় সেই ব্যক্তির। লেভেল ক্রশিং অতিক্রম করতে গিয়ে দুর্ঘটনার পুরো দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। মানুষ যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হয়ে রেল বা রেলপুলিশের ঘাড়ে দোষ ঠেলে দেয়, সেটা নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুল জট মুক্ত রাখতে ঘরোয়া উপাদান

নানান কারণে চুল রুক্ষ ও কেঁকড়া হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ফাটা, ভেঙে যাওয়া এমনকি চুল পড়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রুক্ষ চুলের ঘরোয়া সমাধান সম্পর্কে জানানো হল।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: সুস্থ চুলে পিএইচ'য়ের মাত্রা ৪.৫ থেকে ৫.৫, যা একে অম্লীয় করে। চুল ক্ষারীয় হয়ে গেলে, 'কিউটিকল' উন্মুক্ত হয়, যা চুলকে করে তোলে রুক্ষ। অ্যাপল সাইডার খানিকটা অম্লীয়। তাই চুলের রুক্ষভাব কমাতে, চুলে ব্যবহার করা প্রসাধনীর অবশিষ্ট দূর করতে ও চুল চকচকে করতে এটা কার্যকর। সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পুর পরে পানির সঙ্গে অ্যাপল সাইডার মিশিয়ে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন, ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

ডিমের সঙ্গে কাঠবাদামের তেল: ডিম উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ। আর এটা চুলের ক্ষত মেরামত করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে কাঠবাদামের তেল চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। রুক্ষ চুলের সমস্যায় এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভালো।

একটা ডিম ও এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ কাঠবাদামের তেল ভালো মতো মিশিয়ে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। চুল কয়েকটি ভাগে ভাগ করে মাথার ত্বক ও চুলে মাস্কটি ব্যবহার করুন। ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

চুল আর্দ রাখার পাশাপাশি উজ্জ্বল দেখাতে সপ্তাহে একবার এই মাস্ক ব্যবহার করা ভালো।

কলা ও মধুর মাস্ক: কলা চুল 'কন্ডিশনিং' করতে খুব ভালো কাজ করে। বিশেষ করে এটা যখন মধুর সঙ্গে মেশানো হয় তখন এর কার্যকারিতা আরও বাড়ে। মধু চুলের আর্দতা ধরে রাখে।

মধু ও কলা একসঙ্গে চুলের মলিনভাব কমায় ও রুক্ষভাব দূর করে।

পাকা কলা ভালো মতো ভর্তা করে এর সঙ্গে দুই চা-চামচ মধু ও এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ নারিকেল তেল মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। মিশ্রণটি মাথার ত্বক ও চুলে ব্যবহার করে ২০ থেকে ২৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। খুব বেশি রুক্ষ চুলে ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে একবার এই মাস্ক ব্যবহার করুন।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ার ইঙ্গিত

সঠিক উপায় ও মাত্রায় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আর শরীরচর্চা করেও কিছু মানুষ মেদ ঝরাতে পারেন না। আর এমন পরিস্থিতির নেপথ্যের কারণ হয়ত হরমোনের ভারসাম্যহীনতা।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ছে এমনটা বোঝার কিছু উপায় তুলে ধরা হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে পেটে মেদ বাড়লে তাকে চিকিৎসকরা 'হরমোন বেলি' বলেও আখ্যায়িত করেন। শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, মানসিক অবস্থা, ক্ষুধা, যৌন ক্ষমতা ইত্যাদিসহ আরও অসংখ্য শারীরিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন। এর ভারসাম্য নষ্ট হলে কিংবা কোনো হরমোনের ঘাটতি দেখা দিলে এই শারীরিক কার্যক্রমগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে যাওয়া, রজঃবন্ধ, পরিবেশগত বিভিন্ন পরিবর্তন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা থেকে বাড়তে পারে পেটের মেদ।

খাওয়ার পরও তৃপ্তি না পাওয়া

পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরও যেন পেট ভরেনি- এমন অনুভূতি যদি হয় তবে বুঝতে হবে যৌন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িতে হরমোন আপনার বিপাকক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।

'ইস্ট্রোজেন' এমনই একটি যৌন হরমোন, যার ভারসাম্যহীনতার কারণে খাওয়ার পরও ক্ষুধার অনুভূতি রয়ে যায়। এই 'ইস্ট্রোজেন' হরমোন শরীরের 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রা বাড়ায়। শরীরে 'লেপ্টিন' যত বেশি হবে, ততই সমস্যা বাড়বে।

'টেসটোস্টেরন'য়ের মাত্রা বাড়লে আবার 'লেপ্টিন' কমে আসে। এই 'লেপ্টিন' দেহের ওজন ও শক্তির ভারসাম্য ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ

মানসিকভাবে চাপে থাকলে শরীরের 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি নিঃসরণ করতে থাকে 'কর্টিসল' নামক হরমোন, যা মানসিক চাপ সামলাতে শরীরকে সাহায্য করে। তবে আপনি যদি দিনের বেশিরভাগ সময়ই মানসিক চাপে থাকেন, সেক্ষেত্রে একসময় শরীরে 'কর্টিসল'য়ের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। 'কর্টিসল' বেড়ে গেলে বাড়বে হৃদস্পন্দনের গতি, রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং পেটের চর্বি।

শুধু পেটেই চর্বি বাড়ছে

রজঃবন্ধ শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। এই সময়ে 'ইস্ট্রোজেন'য়ের মাত্রা যখন কমে যায় তখন ওজন বেশি বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে এসময় পেট, উরু, নিতম্ব আর কোমরে মেদ জমে বেশি।

মিষ্টি কিছু খাওয়া তীব্র ইচ্ছা

অবিরাম মিষ্টি কিছু খাওয়া ইচ্ছা হতে থাকলে বুঝতে হবে আপনার শরীর লড়াই করছে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'য়ের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আপনার শরীর রক্ত থেকে চিনি বা শর্করা শোষণ করতে পারছে না, আর সেকারণেই আপনার কোষের 'কার্বোহাইডেট'য়ের চাহিদা বাড়ছে। অপরদিকে একই কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রার ওপর। 'লেপ্টিন' ও 'ইনসুলিন' দুইয়ের মাত্রা কমে যাওয়া ফলাফল হল প্রচণ্ড মিষ্টি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এমননি খাওয়া শুরু করলে শেষ করা কষ্ট হয়ে যায়। আর এভাবেই পেটের মেদ বাড়তে থাকে।

গাজর খাবেন যেভাবে

কাঁচা খাওয়ার চাইতে রান্না করা গাজরে পুষ্টিমান বেশি।

গাজরের পুষ্টিমান নিয়ে কারও প্রশ্ন না থাকলেও কাঁচা না-কি রান্না করা গাজরের পুষ্টিগুণ বেশি এনিয়ে মতো বিরোধ রয়েছে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কাঁচা ও রান্না করা গাজরের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানানো হল।

গাজরে বিটা ক্যারোটিন থাকে যাকে ক্যারোটিনয়েড-ও বলা হয়। রান্না করা হলে এটা শরীরে আরও ভালোভাবে শোষিত হয়।

'এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড কেমিস্ট্রি' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা থেকে এই সত্যতা মিলে। এ থেকে জানান যায় যে, ফুটন্ত এবং বাষ্পায়ীত গাজরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যারোটিনয়েড সংরক্ষিত থাকে।

রান্না করা গাজর

উচ্চ তাপে সবজি রান্না করা হলে এর পুষ্টিমান হারায়। এটা সত্য হলেও গাজরের বিটা ক্যারোটিনের ক্ষেত্রে তা সঠিক নয়। গাজর রান্না করা হলে এর ক্যারোটিনয়েড ও বিটা ক্যারোটিন আরও উপকারী হয়। বিটা ক্যারোটিন একটা প্রোভিটামিন যা পরবর্তীতে শরীরে ভিটামিন এ'তে রূপান্তরিত হয়। এটা চুলের বৃদ্ধি, দৃষ্টি শক্তির উন্নত, হৃদপিণ্ডের সুস্থতা ও ক্যানসারের উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে।

কতক্ষণ রান্না করা উচিত?

নরম না হওয়া পর্যন্ত মাঝারি আঁচে গাজর রান্না করুন। বিটা ক্যারোটিন চর্বিতে দ্রবণীয় যা উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না। গাজর রান্না করা হলে তা নরম হয় যা হজমে সহায়তা করে ও বিটা ক্যারোটিন সহজে গ্রহণ হয়।

গাজর টুকরা করে কেটে, কুচি করে বা ভর্তা বানিয়েও খেতে পারেন।

কাঁচা খাওয়া তবে কি ঠিক না?

রান্না গাজর উপকারী মানে এই নয় যা তা কাঁচা খাওয়া যাবে না। গাজরের নিজস্ব কিছু উপকারিতা আছে যা যে কোনোভাবে গ্রহণ করলেই পাওয়া যায়।

গাজর আঁশ, ভিটামিন কে-১ ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। আঁশ পেট ভরা রাখে, পেট পরিষ্কার করতে সহায়তা করে, পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও কিডনি পাথরের বিরুদ্ধে কাজ করে। হলদে গাজর লুটেইন সমৃদ্ধ যা চোখে ছানি পড়া থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

পানির ফিল্টারের খোঁজখবর

পানি ফোটানোর মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু দূর করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি আশাঙ্কামুক্ত থাকতে ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত।

আবার যেসব বাসায় গ্যাসের সংকট রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ফিল্টারে পানি বিশুদ্ধ করাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম'য়ের পক্ষ থেকে রাজধানীর নিউ সুপার মার্কেটের মিরাজ অ্যান্ড ব্রাদার্স'য়ের অন্যতম কর্ণধার শেখ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেনের সঙ্গে আলাপ করা হয় বিভিন্ন ধরনের পানির ফিল্টার সম্পর্কে। তিনি বলেন, "বাজারে আজকাল নানান ধরনের ফিল্টার পাওয়া যায়। সিরামিক ফিল্টার, 'ইউভি', 'ইউএফ', 'রিভার্স অসমোসিস (আরও)' ফিল্টার। কিছু ফিল্টারে আবার পানি গরম ও ঠাণ্ডা করার সুবিধাও থাকে।"

'রিভার্স অসমোসিস' ধরনের ফিল্টার বাসার প্রধান পানির লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরাসরি পানি পানের যোগ্য করে তুলতে পারে। এই ধরনের ফিল্টারের মধ্যে বাজারে সবার ওপরে রয়েছে 'পিউর ইট'। এর চাইতে দামি বা ভালো ফিল্টার যে নেই তা নয়। তবে সেগুলোর 'আফটার সেল সার্ভিস' ভালো না। যেমন কোনো পার্টস নষ্ট হলে তা বাজারে পাওয়া যায়না, 'ক্লিনিং কিট' খুঁজে পেতে সমস্যা নয়। নষ্ট হলে ঠিক করার লোক পাওয়া যায় না ইত্যাদি নানান সমস্যা।

গাছের রোগ প্রতিরোধে পুষ্টি উপাদান

মাটির অম্লান, নাইট্রোজেন গঠন ও পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা রোগ ব্যবস্থাপনার ওপর বিরাট ভূমিকা রাখে। ফসল উৎপাদনে প্রধান প্রতিবন্ধতাগুলোর মধ্যে রোগ অন্যতম একটি কারণ–প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব। অধিকাংশ কৃষকই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে থাকেন। যদিও রোগ নিয়ন্ত্রণে খনিজপুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রাসায়নিক ছত্রাকনাশক ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে ফসল উৎপাদনে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি দেখা দেয়। ফসলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব খনিজপুষ্টি ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও রোগে প্রতি গাছের সংবেদনশীলতার ওপর প্রভাব ফেলে। পুষ্টির অভাবে ফসল রোগাক্রান্ত হতে পারে আবার পর্যাপ্ত পুষ্টি ফসলকে কষ্ট সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। ফসলের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতানির্ভর করে বংশগতির ওপর। পুষ্টির অভাবে অনেক সময় ফসল নির্দিষ্ট একটি রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয় না। কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান অন্যান্য প্রভাবকের চেয়ে ফসলের রোগের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। একটি নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন রোগের বিপরীত ফলাফল প্রদর্শন করতে পারে। যেমন, একই পুষ্টি উপাদান কোন রোগের বৃদ্ধির কারণ হলেও আরেকটি রোগ কমানোর জন্য কাজ করতে পারে।

পর্যাপ্ত জৈব বা অজৈব সার প্রয়োগে মাটিতে ফসলের পুষ্টি চাহিদা মিটানো সম্ভব। এছাড়াও মাটিতে ফসলের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আনতে বিভিন্ন পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা যেমন - মাটির অসমান সমন্বয়ে চুন প্রয়োগ, সেচ প্রদান, জল নিকাশ, জমিচাষ, জৈব চাষাবাদ ইত্যাদি। ফসলের রোগ প্রতিরোধে জাত নির্বাচন, পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক ব্যবহার ও পুষ্টি উপাদানের সঠিক ব্যবহার কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। ফসলে পুষ্টি উপাদান দু'ভাবে কাজ করে। ১. যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার গঠন (যেমন-কোষ প্রাচীরের পুরুত্বের ওপর), ২. প্রাকৃতিক প্রতিরোধী যৌগের সংশ্লেষণে (এন্টি অক্সিডেন্ট সমূহ, ফাইটোঅ্যালেক্সিনস ও ফ্লাভেনয়েডসমূহ)। আসলে সব রোগই ৩-৫টি চক্রের অংশ। এ চক্রের অংশ মূলত রোগজীবাণু, পোষক ও পরিবেশ। তবে কখনো কখনো বাহকও এ চক্রের অংশ হয়। যে কোন রোগই প্রতিরোধ বা দমন করা সম্ভব হতে পারে-যদি এই চক্রে বাধা সৃষ্টি করা হয় বা চক্র ভেঙে দেওয়া যায়। বিভিন্ন রোগের কারণ যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু, তেমনি তাদের সংক্রমণ কৌশলও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ফসলের এপিডার্মিস বা বহিরাবরণের কোষে সরাসরি বা দুটি কোষের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ছত্রাক প্রবেশ করে। কোষ প্রাচীর প্রাকৃতিকভাবে ছত্রাক প্রতিরোধী এবং শক্তিশালী কোষপ্রাচীরগুলো রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। কিছু পুষ্টি উপাদান যেমন - ক্যালসিয়াম শক্তিশালী কোষ ও কোষ প্রাচীর গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। গাছের শরীরের ভেতর থেকেও বিভিন্ন ধরনের যৌগ নিঃসৃত হয়। যখন কোন একটি পুষ্টি উপাদান নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম নিঃসরিত হয়, তখন নিঃসরিত যৌগটিতে উচ্চ মাত্রায় চিনি ও এমাইনো এসিড থাকে-যা ছত্রাককে ফসলে স্থায়ী হতে সহায়তা করে।

ব্যাকটেরিয়া ফসলে ক্ষতস্থান, পোকা আক্রান্ত স্থান ও পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে সংক্রমণ ঘটায়। এরা ফসলের দেহে আন্তঃকোষীয় স্থান দিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের এনজাইম নিঃসৃত করে-যা উদ্ভিদ কোষকে বা কোষ প্রাচীরকে দ্রবীভূত করে দেয়। ক্যালসিয়াম ব্যাকটেরিয়ার এই এনজাইম নিঃসরণে বাধা দেয়। গাছের কোষের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের সক্ষমতা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ কোষের শক্তির ওপর, যা মূলত খনিজপুষ্টির প্রভাবেই শক্তিশালীভাবে গঠিত হয়। অন্য আরেকটি কৌশল হল - জাইলেমের মধ্য দিয়ে ব্যাকটেরিয়া গাছের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়া জাইলেম ভেসেলগুলোকে এক ধরনের আঠালো পদার্থ দিয়ে আটকে দেয়। এর ফলে কান্ড ও পাতায় খাদ্য চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ও এগুলো মরে যেতে শুরু করে। কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান ব্যাকটেরিয়ার এই আঠালো পদার্থ গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

রস চোষণকারী পোকা ও ছত্রাকের মাধ্যমে গাছে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেছে যে, সিলিকন যা গাছের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান নয়, তার উপস্থিতির কারণে রস চোষণকারী পোকা যেমন, জাব পোকা, সাদা মাছি, জ্যাসিড, থ্রিপসের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় বা কমে যায়। এর ফলে গাছ থেকে গাছে ভাইরাস সংক্রমণ কমে যায়।

গাছের অনেক রোগ মাটির উচ্চ বা নিম্ন অম্লানের ওপর প্রভাব ফেলে, এতে রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সবজির ভার্টিসিলিয়ামজনিত কারণে ঢলে পড়া রোগ, তুলার ফাইম্যাটোট্রিকাম মূল পচা, থিয়েলাভিওপসিস মূল পচা রোগ ক্ষারীয় মাটির কারণে হয়ে থাকে। আবার আলুর স্ক্যাব রোগ কম অম্লানযুক্ত মাটিতে কম হয়। স্ক্যাব রোগ নিয়ন্ত্রণে সালফার ও অ্যামোনিয়াম মাটির অম্লান কমাতে এবং ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও নাইট্রেট মাটির অম্লান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

গাছে রোগের বেলায় একই পুষ্টি উপাদানের বিপরীত কার্যকারিতা দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন গঠনের কারণে। নাইট্রোজেন, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের বেলায় এটা সত্য। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম গাছের বিভিন্ন বিপাক প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে এবং গাছের রোগের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু অতিরিক্ত নাইট্রোজেন গাছের রোগ সংক্রমণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন গাছের কোষের দেয়ালকে পাতলা ও দুর্বল করে দেয়, গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এতে এলাকায় গাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে কম আলো ও উচ্চ আর্দ্রতাময় পরিবেশের সৃষ্টি করে যা যে কোন ধরনের রোগজীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সাধারণ ঠাণ্ডার সমস্যায় উপকারী খাবার

ঋতু পরিবর্তনের কারণে সাধারণ ঠাণ্ডা কাশির সমস্যা দেখা দেয়। পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের পুষ্টিবিদ ও সনদপ্রাপ্ত ডায়াবেটিস প্রশিক্ষক ডা. অর্চনা বাতরা বলেন, "কিছু খাবার ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও প্রদাহ নাশক উপাদান সমৃদ্ধ যা আমাদেরকে ঋতুভিত্তিক ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।"

মহামারীর এই সময়ে নিজেকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নেই।

মধু: প্রাচীনকাল থেকেই মধু এর ব্যাক্টেরিয়া-রোধী উপাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরে মধু কেবল ক্ষত নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হত।

বাতরার মতে, "মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও দেহকে আর্দ রাখতে ভূমিকা রাখে।"

এর 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল' উপাদান ঠাণ্ডা-কাশি ও গলা ব্যথা উপশমে সাহায্য করে।

সকালে এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করলে উপকার মিলবে। অথবা চায়েও মধু দিয়ে পান করা ভালো।

আদা: প্রাকৃতিক প্রদাহরোধী, 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল' ও ক্যান্সার-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ।

বাতরা বলেন "অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আদা ঠাণ্ডা থেকে হওয়া বমিভাব কমায়।"

সুপ বা চায়ের সঙ্গে কাঁচা আদা খেতে পারেন। ভাইরাল সংক্রমণ এড়াতে অন্যান্য মসলা দিয়ে আদা সিদ্ধ করে ঠাণ্ডা করে পান করতে পারেন।

রসুন: রসুনে রয়েছে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান। আর এটা প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে।

বাতরার পরামর্শ হল, "নিয়মিত রসুন খাওয়া ঠাণ্ডা কাশির ঝুঁকি কমায়।"

সম্পূরক হিসেবে রসুন খাওয়া ঠাণ্ডার প্রখরতা কমায় ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। খুব বেশি ঠাণ্ডা লাগলে প্রতিদিন সকালে কাঁচা রসুন খেলে উপকার মিলবে। অথবা সকালে রসুনের সুপ বা ঝোল তৈরি করেও খাওয়া যায়। এতে গলা ব্যথা কমবে ও শরীর উষ্ণ থাকবে।

মুরগির সুপ: সহজপাচ্য ও প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন, প্রোটিন ও ক্যালরি সমৃদ্ধ। অসুস্থ শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান যোগাতে মুরগির সুপ উপকারী। এটা ইলেক্ট্রোলাইট উপাদান সমৃদ্ধ যা জ্বর থেকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। গরম মুরগির সুপ শ্লেষ্মা দূর করতে ও গরম ভাপের মতো প্রাকৃতিক নিরাময়ক হিসেবেও কাজ করে বলে জানান, বাতরা।

মুরগির মাংসে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড ঠাণ্ডা কাশির সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে সহায়তা করে।

দই: ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন ও উপকারী প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ। এই সকল পুষ্টি উপাদান রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও সাধারণ ঠাণ্ডা কাশির ঝুঁকি কমায়। এটা রোগীর অসুস্থতার সময়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি সরবারহ করে। যদিও দুধের তৈরি খাবার সবার জন্য উপযোগী নয়।

তাই বাতরা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, "দই খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। জমাট সর্দির সমস্যা থাকলে দই খাওয়া এড়ানো উচিত।"

সবুজ শাক সবজি: এর পুষ্টিগুণের কথা সবারই জানা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ সবজি যেমন- পালংশাক, ব্রকলি, কপি, মরিচ ইত্যাদি খাবারে যোগ করা ভালো। বাতরা বলেন, "সবুজ খাবার বিপাকে সহায়তা করে ও অপ্রয়োজনীয় ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন এ, কে, সি, আঁশ ও খনিজ উপাদান সাধারণ সর্দি দ্রুত উপশমে সহায়তা করে।"

মনে রাখতে হবে

সাধারণ ঠাণ্ডা কাশি থেকে দ্রুত সেরে ওঠা নির্ভর করে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় যেমন- পর্যাপ্ত বিশ্রাম, শরীর আর্দ রাখা ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করার ওপর।

ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেকেরই ঠাণ্ডা লেগে থাকে। তাই এই সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনে করা উচিত। খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখার পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম যেমন- যোগ ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পরামর্শ দিলেন বাতরা।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মহকুমা ভিত্তিক ৫০ম পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন। ছবি ঃ নিজস্ব

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় হাইকোর্টের রায় খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের স্পেশাল লিভ পিটিশনকে গ্রহণ করল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্র ওই স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন করে সুপ্রিম কোর্টে। এর আগে ক্যাট-র প্রিন্সিপাল বেঞ্চ কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছিলেন। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এ এম খানউইলকর এবং বিচারপতি সি টি রবিকুমার গত ২৯ নভেম্বর এই মামলা সংক্রান্ত রায় স্থগিত রেখেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের রায় তখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বস্তি দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ক্যাট-এর প্রিন্সিপাল বেঞ্চ দিল্লিতে স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে হাইকোর্ট ঠিক করেনি। তবে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাইকোর্টে আবেদন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। এর অর্থ হল, ক্যাট-র প্রিন্সিপাল বেঞ্চের আদেশকে আলাপন হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। বিচারপতি সি টি রবিকুমার এদিন সকালে রায়ের প্রয়োজনীয় অংশটুকু আদালতে পড়ে শোনান। রায়ের পূর্ণাঙ্গ বয়ান এখনও পাওয়া যায়নি। দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং আলাপনের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির সওয়াল জবাব সোনার পর সুপ্রিম কোর্ট রায়দান স্থগিত রেখেছিল ২৯ নভেম্বর। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে ঘূর্ণিঝড় যশের পর প্রধানমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে আলাপনের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে জোর বিতর্ক হয়েছিল। তড়িঘড়ি আলাপনকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার আগেই সরকারি আমলা আলাপন ইস্তফা দেন। পরে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনে কেন্দ্রীয় সরকার। আলাপন ক্যাট-র কলকাতা বেঞ্চে সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ক্যাট-র প্রিন্সিপাল বেঞ্চ মামলাটি কলকাতা থেক দিল্লিতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট ক্যাট-র সেই স্থানান্তরের নির্দেশ খারিজ করে।

দিল্লিতে ওমিক্রনে কারও মৃত্যু হয়নি, লকডাউনের বিশেষ প্রয়োজন নেই : সত্যেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, একইসঙ্গে ওমিক্রনের বাড়বাড়ন্তের নাজেহাল দেশের রাজধানী। করোনা ও এই ভাইরাসের নতুন প্রজাতির প্রকোপ বাড়লেও, দিল্লিতে লকডাউনের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্ত কারও মৃত্যু হয়নি। দেশের মধ্যে ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে মহারাষ্ট্রের পরই রয়েছে দিল্লি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লিতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লিতে ৪৬৫ জন, তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন। বাকিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিন সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, 'দিল্লিতে দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে ১৪ শতাংশে পৌঁছে যাবে। দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্ত কারও মৃত্যু হয়নি। তাই লকডাউনেরও বিশেষ প্রয়োজন নেই।' সকলের কাছে কোভিড-বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন।

কোভিডে আক্রান্ত নিত্যনন্দ রাই, সান্নিধ্যে আসা সকলকে পরীক্ষা করানোর অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিডের প্রকোপ ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে, সাধারণ মানুষ তো আক্রান্ত হচ্ছেনই। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনা-পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার করোনা টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। নিজেকে ঘরের মধ্যেই আইসোলেশনে রেখেছি। আমার সান্নিধ্যে আসা সকলকে অনুরোধ করছি, সতর্কতা অবলম্বন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।'

পঞ্জাবের ঘটনায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : পঞ্জাব সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তার গলদের প্রশ্নে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকালের ঘটনার আজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সাক্ষাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকাল ভোটমুখী পঞ্জাবে সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাতিন্ডা বিমানবন্দর থেকে ফিরোজপুর যাওয়ার পথে বিক্ষোভের জেরে প্রায় মিনিট কুড়ি একটি ফ্লাইওভারে আটকে থাকতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে। যার জেরে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে ভাতিণ্ডা ফিরে আসেন মোদী। এবার এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গতকালের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ বলবেন, আমি প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।" নিরাপত্তার গাফিলতির পর ভাতিণ্ডা বিমানবন্দরে ফিরে সেখানকার কর্মীদের নাকি এমনটাই বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে বৃহস্পতিবার একটি মামলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। মামলাকারী আইনজীবীর অভিযোগ, "পাঞ্জাব সরকারের তরফে নিরাপত্তায় বড়সড় গাফিলতি হয়েছে।" একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।"

নগাঁওয়ের উলুবনিতে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার পাঁচ কিলো গাঁজা, আটক এক

কলিয়াবর (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবর মহকুমাধীন লক্ষণাবন্ধা বিলপাড়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে উলুবনি থানার পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অন্য একটি ঘটনা সম্পর্কে লক্ষণাবন্ধা বিলপাড় এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। তখন এএস ০২ এইচ ২০১৪ নম্বরের একটি বাইকে তিনজন আরোহী আসে। বাইকের গতিরোধ করতে পুলিশ সিগন্যাল দেয়। পুলিশ দেখে বাইক রেখে আরোহীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। তাদের পিছু ধাওয়া করে পুলিশ একজনকে ধরে ফেলে। ধৃতকে জনৈক প্রতাপ দেবনাথ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ইত্যবসরে বাইকে তালাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গাঁজাগুলি।

ধৃতের উদ্ধৃতি দিয়ে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গত লকডাউনের সময় থেকে গাঁজার অবৈধ ব্যবসা করছে তারা। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলি ভুটান থেকে আসে বলে নাকি তার বয়ানে বলেছে ধৃত প্রতাপ।

আবারও বন্ধ হতে চলেছে পার্ক স্ট্রিট উড়ালপুল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : ডিসেম্বরের পর ফের জানুয়ারি। আবারও বন্ধ হতে চলেছে পার্ক স্ট্রিট উড়ালপুল। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উড়ালপুলে যানচলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। তবে খোলা থাকবে জওহরলাল নেহরু রোড। শুক্রবার রাত ১০টা থেকে কার্যকর নয়া নির্দেশিকা।

কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা থেকে ১১ জানুয়ারি সকাল ছ'টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পার্ক স্ট্রিট উড়ালপুল। উড়ালপুল বন্ধ থাকলেও খোলা থাকবে জওহরলাল নেহেরু রোড। ফলে এই সড়ক ধরেই উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত করা যাবে। অর্থাৎ সমস্ত গাড়িই চলবে ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা দিয়ে। ফলে যানজটের আশঙ্কা নেই।

এসএসজি সুরক্ষা শেষ হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন ৪ মুখ্যমন্ত্রীর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রশাসন

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): স্পেশাল সিকিউরিটি গ্রুপ (এসএসজি) সুরক্ষা শেষ হতে চলছে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন ৪ মুখ্যমন্ত্রীর। এই ৪ জন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফারুক আব্দুল্লাহ, গোলাম নবী আজাদ, ওমর আব্দুল্লাহ ও মেহবুবা মুফতি। ২০০০ সালে তৈরি হওয়া এই ইউনিটকে গুটিয়ে নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। বৃহস্পতিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ৪ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে, এই সময় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন ৪ মুখ্যমন্ত্রীর এসএসজি নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। গোলাম নবী আজাদ ছাড়া বাকি ৩ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনগরেই থাকেন।

পার্কস্ট্রিট-কাণ্ডে কাদের খানের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ-কাণ্ডে অভিযুক্ত কাদের খানের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সাক্ষীদের ফের জেরা করার আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত কাদের খান। নিম্ন আদালতে তাঁর এই আবেদন খারিজ হওয়ার পরেই হাইকোর্টে আবেদন জানান কাদের।

রাজ্যের পাবলিক প্রসিকিউটর শাশ্বত গোপাল মুখোপাধ্যায় আবেদনকারীর আবেদনের বিরোধিতা করে আদালতে জানান, ২০১২ সালে পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। চার বছর এই কাদের খান নিখোঁজ ছিলেন। ২০১৬ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কাদেরের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। জানিয়ে দেয়, নিম্ন আদালতে সাক্ষীদের জেরা শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তাঁর বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

আদালতে সরকারি আইনজীবী আরও জানান, এই অবস্থায় সাক্ষীদের ফের জেরার আবেদন কখনওই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাহলে অযথা বিচারপর্বে বিলম্ব ঘটবে এবং সেই সুযোগ নিয়ে এই অভিযুক্ত কৌশলে জামিন নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সরকারি আইনজীবীর সওয়ালে সন্তুষ্ট হয়ে বিচারপতি রাজশেখর মান্থা পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ -কাণ্ডে অভিযুক্ত কাদের খানের আবেদন খারিজ করে দেন।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর উদ্বোধন করলেন শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,৬ ডিসেম্বর।। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে নির্মিত আন্তর্জাতিক মানের স্থাপত্য কীর্তি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজয় সরণির বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর প্রান্তে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে জাদুঘর উদ্বোধন করেন তিনি।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য, বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরে ১৯৯২ সালে ঢাকার বিজয় সরণি রোডের পাশে বঙ্গবন্ধু প্ল্যানেটোরিয়ামের পশ্চিম পাশে স্থানান্তরিত করা হয়।

জাদুঘরটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর গৌরবময় অতীত, চ্যালেঞ্জ, অর্জন এবং মূল অগ্রগতি সম্পর্কে দেশের জনগণকে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে প্রামাণিক তথ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রদর্শিত তথ্য গবেষণার উদ্দেশ্যেও ব্যবহার হতে পারে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বগাথা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে অর্জিত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক যানবাহন এ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, পদস্থ বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরটি বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারের পশ্চিম পাশে ১০ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে। যেখানে স্বাধীনতার পূর্বাপর সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরটিতে তিন বাহিনীর জন্য নির্ধারিত গ্যালারিসহ ছয়টি পৃথক অংশ রয়েছে এবং প্রতিটি বাহিনীর গ্যালারিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার। আর্ট গ্যালারিসহ মাল্টিপারপাস এক্সিবিশন গ্যালারি, ব্রিফিং রুম, স্যুভেনির শপ, ফাস্ট এইড কর্নার, মুক্তমঞ্চ, থ্রিডি সিনেমা হল, মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, ভাস্কর্য, ম্যুরাল, ক্যাফেটারিয়া, আলোকোজ্জ্বল ঝর্ণা ও বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর মিলে এক চমৎকার দৃষ্টিনন্দন আবহ তৈরি করেছে এ জাদুঘর।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ২,৬৩০ সুস্থ হয়েছেন ৯৯৫ জন : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২ হাজার ৬৩০ জন, ওমিক্রনে সংক্রমিত ২,৬৩০ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯৯৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২,৬৩০-তে পৌঁছেছে, মোট ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র, তারপরই দিল্লি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ৭৯৭ জন, দিল্লিতে ৪৬৫ জন, রাজস্থানে ২৩৬ জন, কেরলে ২৩৪ জন, কর্ণাটকে ২২৬ জন, গুজরাটে ২০৪ জন, তামিলনাড়ুতে ১২১ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৪ জন, হরিয়ানায় ৭১ জন, ওড়িশায় ৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ৩১ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২০ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, গোয়ায় ৫ জন, মেঘালয়ে ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দু''জন, অসমে দু''জন, পুদুচেরিতে দু''জন, পঞ্জাবে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ২,৬৩০ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯৯৫ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৩৩০ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, রাজস্থানে ১৫৫ জন, কেরলে ৫৮ জন সুস্থ, কর্ণাটকে ২৫ জন, গুজরাটে ১১২ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১১০ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৭ জন, হরিয়ানায় ৫৯ জন, ওড়িশায় ৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জনই সুস্থ, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, গোয়ায় ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ, লাদাখে একজন ও পঞ্জাবে ওমিক্রনে আক্রান্ত দু''জন সুস্থ হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরে নিরাপত্তায় ঝুঁকি, উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন পঞ্জাব সরকারের

চন্ডীগড়, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিরোজপুর সফরের সময় নিরাপত্তায় ঝুঁকির ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল পঞ্জাব সরকার। তিন দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মেহতাব সিং গিল, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব এবং বিচারপতি অনুরাগ বর্মা। এরই মধ্যে, এই ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেখানে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি পঞ্জাবের মুখ্যসচিবকে অপসারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

বুধবার পঞ্জাবের হুসেইনিওয়ালায় জাতীয় শহিদ স্মারকে একটি কর্মসূচির পর ফিরোজপুরে একটি জনসভা ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ঠিক ছিল, সকালে ভাটিন্ডা বিমানবন্দরে নেমে কপ্টারে গন্তব্যে পৌঁছবেন তিনি। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ওই যাত্রাপথে একটি উড়ালপুলে ১৫-২০ মিনিট আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। তার পর সেখান থেকে কনভয় ঘুরিয়ে বিমানবন্দরে ফিরে আসতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গলদ নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। পঞ্জাব সরকারের নিন্দা করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। যাবতীয় অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। যাইহোক, প্রধানমন্তন্ত্রীর সফরের সময় নিরাপত্তায় ঝুঁকির ঘটনায় এবার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল পঞ্জাব সরকার।

প্রতীক্ষা শেষ, শুক্রবার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতীক্ষা শেষ, শুক্রবার কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুক্রবার এই হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করবেন মোদী। দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি মোদীর অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখেই দ্বিতীয় ক্যাম্পাসটি তৈরি করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে। নিউ টাউনে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন এই হাসপাতালে থাকছে ক্যানসার চিকিৎসার অত্যাধুনিক সব সুযোগসুবিধা। থাকবে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের সুবিধাও। সঙ্গে থাকার কথা রোগীর আত্মীয়দের থাকার জন্য অতিথিনিবাস, চিকিৎসকদের আবাসন। ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতালে থাকছে ৭৫০টি শয্যা। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিং-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হলে শহরের ক্যানসার চিকিৎসায় বড় সুবিধা হবে বলেই মনে করছে চিকিৎসা মহল।

বিদেশ ভ্রমণে বাংলাদেশি পর্যটকদের পছন্দের শীর্ষে ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,৬ ডিসেম্বর।। বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি পর্যটকদের প্রথম পছন্দ প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত। ভ্রমণের জন্য ভারতের পরই তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডও আছে এদেশের পর্যটনপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায়।

সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। জরিপের তথ্যানুযায়ী, গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২৯ লাখ ২১ হাজার পর্যটক বিদেশে ঘুরতে যান। ভ্রমণে গিয়ে একেকজন পর্যটক গড়ে ছয় দিন বিদেশে অবস্থান করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ৬০ু পর্যটক গিয়েছেন ভারত ভ্রমণে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সৌদি আরবে গিয়েছেন ৮ু পর্যটক। এছাড়া, মালয়েশিয়ায় ৫ু এবং থাইল্যান্ডে ৩ু পর্যটক ভ্রমণে গিয়েছেন। তবে পর্যটকদের বিদেশ ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ঘুরে বেড়ানো নয়, সেটি তাদের খরচের ক্ষেত্রগুলোই বলে দেয়। বিদেশভ্রমণে গিয়ে বাংলাদেশের পর্যটকেরা সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করেন চিকিৎসাসেবায়। চিকিৎসাসেবার পেছনে তাদের মোট খরচের প্রায় ৩০ু অর্থ ব্যয় হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫ু অর্থ ব্যয় হয় পরিবহন ক্ষেত্রে। তৃতীয় স্থানে থাকা কেনাকাটা ক্ষেত্রে তাদের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ২৩ু। বহির্গামী পর্যটনে বছরে বাংলাদেশি পর্যটকদের ৩৩ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়া, বিদেশভ্রমণে যাওয়ার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে খরচ হয়েছে আরও সাড়ে ৭৫০ কোটি টাকা।

বিবিএস জানায়, বিদেশভ্রমণে বাংলাদেশি পর্যটকরা ডিসেম্বর মাসকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। জরিপে অংশ নেওয়া ১৪ু পর্যটক ডিসেম্বরে ঘুরতে যাওয়ার কথা জানান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ু পর্যটক এপ্রিলে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলেছেন। জানুয়ারি মাসে ১১ু পর্যটক বিদেশে ঘুরতে যান। অন্যদিকে, বিদেশে ঘোরার ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাস তুলনামুলক এড়িয়ে চলেন পর্যটকরা। ৬০ু বিদেশগামী পর্যটকই ২৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী, সংখ্যার দিক থেকে যা ১৭ লাখ ৩৮ হাজার। এরপর আছেন ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী বিদেশভ্রমণকারীরা, যা শতকরা হারে মোট পর্যটকের ১৩ু এবং সংখ্যায় ৩ লাখ ৭৩ হাজার। ১৪ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে ৫ লাখ ৮ হাজার বিদেশে ঘুরতে যায়। এই সংখ্যা মোট পর্যটকের ১৭ু। ষাটোর্ধ বয়সের বিদেশভ্রমণকারীদের সংখ্যা ৩ লাখ ১ হাজার, যা মোট পর্যটকের ১০ু।

জরিপে দেখা যায়, বিদেশভ্রমণে গিয়ে ৪৮ু পর্যটকই আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। এছাড়া, ২৬ু পর্যটক সাধারণ মানের হোটেলে এবং ৭ু পর্যটক পাঁচ তারকা হোটেলে রাত কাটানোর কথা বলেছেন।

বিভাগ ভিত্তিতে বিদেশভ্রমণে সবচেয়ে এগিয়ে ঢাকা বিভাগের মানুষ। জরিপের মোট পর্যটকের মধ্যে এ বিভাগের পর্যটক সর্বোচ্চ ২৫ু। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ। এই বিভাগের পর্যটক ২০ু। তালিকার তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিলেট বিভাগের পর্যটক ১৮ু। অন্যদিকে, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগের মানুষ সবচেয়ে কম বিদেশভ্রমণে যান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে পরিচালিত "ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট" শীর্ষক জরিপটি দেশের পর্যটনশিল্প নিয়ে বিবিএসের প্রথম জরিপ। জরিপের ফল গত মাসে প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার ঠিক আগে গত বছরের মার্চে জরিপের প্রক্রিয়া শুরু হয়। র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং বা দৈবচয়নের ভিত্তিতে দেশ কিংবা দেশের বাইরে কোথাও ঘুরতে গিয়ে এক রাতের বেশি সময় কাটানো ৩৯,৪১৭ জনের ওপর এ জরিপ পরিচালিত হয়।

বিবিএসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, দেশে পর্যটকের সংখ্যা ও ভ্রমণ ব্যয়ের পরিমাণ এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) পর্যটন খাতের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই জরিপ করা হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দুই শীর্ষ অধিকর্তা, সংক্রমিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টর

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : চিকিৎসক, নার্সের পর এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের দুই শীর্ষ অধিকর্তা। স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যের কোভিড পরীক্ষার ফল পজিটিভ। স্বাস্থ্যভবনের আরও অন্তত ৫০ জন করোনায় আক্রান্ত বলেই খবর। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টর সন্তোষ মোহনের শরীরেও করোনা সংক্রমণ। দিনকয়েক ধরে শরীর ভাল যাচ্ছিল না স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তীর। করোনার নানা উপসর্গ দেখে সন্দেহ হয়। তাই র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করিয়েছিলেন তিনি। যদিও সে পরীক্ষার ফল অনুযায়ী, করোনা সংক্রমিত নন তিনি। বুধবার রাতে আরটি পিসিআর টেস্টের রিপোর্ট পান। তাতেই দেখা যায় রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, আরটি পিসিআর টেস্ট অনুযায়ী তিনি করোনা আক্রান্ত। বর্তমানে বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন অজয়বাবু। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোভিড আক্রান্ত হলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। এর আগে গত বছর সস্ত্রীক স্বাস্থ্য অধিকর্তা করোনা আক্রান্ত হন। সেই সময় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্রমশ থাবা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে করোনার। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে করোনার প্রকোপ। হস্টেল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপার-সহ বেশ কয়েকজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা নেহাত কম নয়। জলপাইগুড়িতে চিকিৎসক এবং নার্সিং স্টাফ-সহ আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। হুগলির পোলবা হাসপাতালের বিএমওএইচ করোনা আক্রান্ত। আসানসোল জেলা হাসপাতালেও হানা করোনার। বেসরকারি হাসপাতালেও কোভিড আক্রান্তের তালিকা বেশ লম্বা।ক্রমশ থাবা চওড়া হচ্ছে করোনার। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। স্বাভাবিকভাবেই উর্ধমুখী কোভিড গ্রাফ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যজুড়ে জারি কড়া বিধিনিষেধ। তবে তারপরেও রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের।

সব সমাবেশই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত : প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনার এই ভয়াবহতায় গঙ্গাসাগর মেলা, পুরভোট, বইমেলার মত সব সমাবেশই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য।
এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "পাপমুক্তি অথবা মোক্ষলাভের আশায় নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী সমবেত হবেন। কে, কীভাবে বিধি মানবে? যে সব রাজ্য থেকে পূন্যার্থীরা আসেন, সেই সব রাজ্যকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। যাতে ৪ লক্ষ পূণ্যার্থীর জায়গায় সমবেতর সংখ্যা ২০ হাজারে বেঁধে দেওয়া যায়। বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কলকাতায় পুরভোট কীরকম হল, আমরা তো সবাই দেখলাম। এই ভোট করা, না করা সমান। কেউ কথা শুনবে না। বিধি মানবে না। এই অবস্থায় পুরভোট করার কোনও যুক্তি নেই। ভিড় এড়াতে কলকাতা বইমেলাও না করা উচিত।"

আবহাওয়ার উন্নতি কাশ্মীরে, তৃতীয় দিনও উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত

শ্রীনগর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): বৃষ্টি কমেছে, অবশেষে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়। তবে, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনও অবরুদ্ধ রয়েছে শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে-সহ জম্মু-কাশ্মীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। বিভিন্ন স্থানে ভূমিধসের কারণে এদিন বন্ধ রয়েছে জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। পাশাপাশি তুষার জমে থাকার কারণে ও আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য বন্ধ রয়েছে শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরি সড়ক ও মুঘল রোড। গান্ডেরবাল ও লাদাখে প্রবল তুষারপাতের কারণে বন্ধ রয়েছে শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে। এদিকে, বৃহস্পতিবারও শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়েছেন অসংখ্য যাত্রীরা। দৃশ্যমানতার অভাবের কারণেই এদিনও বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। শ্রীনগর বিমানবন্দরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দৃশ্যমানতার অভাবের কারণে শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে সমস্ত বিমান সিড়িতে উড়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গঙ্গাসাগর মামলার শুনানি, কোভিড বিধি মেনে মেলা করা যাবে, বলল রাজ্য

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে করোনা বাড়ছে দ্রুত গতিতে। এই পরিস্থিতিতে এ বছর গঙ্গাসাগর মেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এই আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন চিকিৎসক অভিনন্দন মণ্ডল। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি কেসাং ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে।শুনানির শুরুতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পুণ্যার্থীদের জন্য অনলাইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ই-স্নান ও ই-দর্শন করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত ধরনের কোভিড মানা হচ্ছে। কলকাতা থেকে সাগর সকলের টিকাকাকরণ হয়ে গিয়েছে। ২ কিমি এলাকা জুড়ে মেলা। এবার ৫ লক্ষের বেশি পূণ্যার্থী সমাগম হবে না।
মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে বলেন, রাজ্য সরকার কলকাতা কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে শুধুমাত্র ৪ জন কোভিড পজিটিভ হয়েছে বলে।এক দিনে সংক্রমিতের সংখ্যা প্রায় ৫৫শতাংশ বেড়েছে। টিকাকাকরণ করে সংক্রমণ আটকানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি মেলা কী ভাবে ব্যবস্থাপনা করে সংক্রমণ আটকানো যাবে। চারধাম যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল উত্তরাখন্ড হাই কোর্ট।যদি চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ করা হয়। তবে গঙ্গাসাগর মেলাও বন্ধ করা উচিত।এর আগে শুনানিতে বিচারপতি রাজ্যের এজি-র কাছে জানতে চান, গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে কী চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য। এর পাশাপাশি বিচারপতি বলেন, মেলা বন্ধ হবে কি না সে বিষয়েও আদালতকে জানাতে হবে।

দৈনিক আক্রান্ত ৭-লক্ষেরও বেশি, আমেরিকায় ভয়ঙ্কর হচ্ছে ওমিক্রন!

ওয়াশিংটন, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকায় ক্রমেই ভয়ঙ্কর হচ্ছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ। ওমিক্রন আবহে এক দিনে ৭ লক্ষের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মার্কিন মুলুকে। দ্রুত বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। কোভিডের দু'টি ঢেউয়ের তুলনায় এখন তিন গুণ বেশি সংক্রমণ হচ্ছে আমেরিকায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ লক্ষ ০৪ হাজার ৬৬১ জন, নতুন করে ৭,০৪,৬৬১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৮,৮০৫,১৮৬ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।
পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৮০২ জনের। নতুন করে ১,৮০২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬১২ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৯৯৯,৮৯৬ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৫১,৬৭৮-এ পৌঁছেছে। আমেরিকায় সংক্রমণে এখন চালিকাশক্তির ভূমিকায় ওমিক্রন, লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। চিন্তা বাড়ছে জো বাইডেন প্রশাসনের।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

● **আটের পাতার পর** সিমেন পদ্ধতিতে পুরুষ বাছুর উৎপাদন ব'দ্ধির লক্ষ্যে উদয়পুর, ধর্মনগর ও আগরতলায় ৩টি লিক্যুয়েড নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এরজন্য ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। প্রাক'তিক প্রজনন কাজে দক্ষ কর্মী তৈরী করার লক্ষ্যে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান, পশুপাখীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রাথমিক সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে আর কে নগরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। এছাড়াও আর কে নগরে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোকুল গ্রাম তৈরী করা হবে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন ব'দ্ধির লক্ষ্যে ক'ষকদের মধ্যে মোট ২৭০টি গাভী বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এরজন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। অসুস্থ পশুপাখীদের আধুনিকতম চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে অভয়নগরে একটি স্টেট ভেটেনারি হাসপাতাল কাম পলি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এরজন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাস জানান, পশুপালনের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং রাজ্যে দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন আরোও বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ৬০টি পরিবারে পোল্টী, পিগারী, গটারি, ডাকারি প্রকল্পে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। এরজন্য এখন পর্যন্ত ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে শ্রীদাস সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

দেশে

● **প্রথম পাতার পর।।** সংখ্যা বেড়েছে ৭১,৩৯৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৮১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার ০৯৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪৮,৬৭,৮০,২২৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২,৬৩০-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩২৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮২,৮৭৬ জন (১.৩৮ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,২০৬ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৩,৪১,০০৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৮১ শতাংশ।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর।।** গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতের উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন যে, ভোট আসলে নেতারা বাড়িতে গিয়ে পানীয়জলের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে বলে ভোট আদায় করে ভোটে জয়লাভ করে নেতারা কিছুই করেন না। তাহলে ভোট দিয়ে কি লাভ? পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা কিংবা প্রধান উপ প্রধান হয়ে যাদি জনগণের জন্য কাজ না করেন তাহলে উনারা নিজে থেকেই পদত্যাগ করা উচিত বলে গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যেই জানান - তিনজন মহিলা গ্রামবাসী।

দুপুর প্রায় আড়াইটা নাগাদ ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিক অবরোধ স্থলে উপস্থিত হয়ে অবরোধকারীদের কথা শুনে তিনি বলেন, স্থায়ী সমাধান না হওয়া অব্দি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুইবেলা করে গাড়ি দিয়ে পানীয়জল গ্রামে সরবরাহ করা হবে।

সুরাটে রাসায়নিক ট্যাঙ্কারে গ্যাস লিকেজে মৃত ৬, অসুস্থ কমপক্ষে ২০ জন

সুরাট, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের সুরাটে রাসায়নিক ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস লিকেজে অকালেই প্রাণ হারালেন ৬ জন। বিষাক্ত ঝাঁঝালো গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কমপক্ষে ২০ জন। প্রত্যেককে সুরাটের একটি সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরের ঘটনা। যে ট্যাঙ্কারটি থেকে গ্যাস লিকেজ হয়েছে সেই ট্যাঙ্কারটিতে জেরি রাসায়নিক ভরা হচ্ছিল। সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ ওমকার চৌধুরী জানিয়েছেন, গ্যাস লিকেজে অসুস্থ হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে সুরাটের সচিন জিআইডিসি শিল্পাঞ্চলীয় এলাকায় একটি কোম্পনি চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস লিকেজ হয়। ভোর তখন চারটে, ট্যাঙ্কারের চালক যখন নর্দমায় বর্জ্য ফেলার চেষ্টা করছিলেন, তখন রাসায়নিক বাতাসের সংস্পর্শে চলে আসে, যার ফলে বিপর্যয় ঘটে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভাদোদরা থেকে এসেছিল ট্যাঙ্কারটি, ট্যাঙ্কারের চালক বেআইনিভাবে সচিন জিআইডিসি এলাকার একটি ড্রেনে রাসায়নিক বর্জ্য ফেলার চেষ্টা করছিল। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ট্যাঙ্কারের চালক। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এই নিয়ে তৃতীয়বার, ফের করোনা-আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা পল

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): এই নিয়ে তৃতীয়বার, ফের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। বুধবার রাতে অগ্নিমিত্রা পল নিজেই জানিয়েছেন তিনি কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি ভালই আছেন। সকলের কাছে মাস্ক পরার অনুরোধ করেছেন অগ্নিমিত্রা।
অগ্নিমিত্রা পল টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমি করোনায় সংক্রমিত হয়েছি। তৃতীয়বার। চিন্তা করবেন না, ভাল আছি। আমি কোভিড নির্দেশিকা মেনে চলব এবং শীঘ্রই কাজে যোগ দেব। কোভিড দ্রুত ছড়াচ্ছে, তাই মাস্ক পরুন। স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন।' টুইটে অগ্নিমিত্রা আরও লেখেন, বিগত ৩ দিনের মধ্যে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন দয়া করে কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন।

রোজই বাড়ছে নমুনা-পরীক্ষা, ভারতে ১৪৮.৬৭-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন প্রায় ৯১-লক্ষাধিক প্রাপক। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার ০৯৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৮.৬৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪৮,৬৭,৮০,২২৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
ভারতে ৬৮.৫৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৪,১৩, ০৩০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,৫৩,০৫, ৭৫১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৪,১৩,০৩০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ হাজার ৯২৮ জন।

তিলোত্তমায় শীতের আমেজ কিছুটা উধাও, আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের শিরশিরানি উধাও হয়ে গেল তিলোত্তমা থেকে। হালকা ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও, ফের ঊর্ধমুখী তাপমাত্রার পারদ। এই সপ্তাহান্তে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। আগামী সপ্তাহে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছুটা বেড়ে বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। এদিন সকালেও কুয়াশার দাপট ছিল, বেলা বাড়তেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পর পর দু'টি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরেই রাজ্যে শীতের কনকনে ঠান্ডা অনুভব করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা, সেই সঙ্গে, আগামী সপ্তাহ থেকে বৃষ্টি হতে পারে বলেও পূর্বাভাস।
বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই কুয়াশায় ঢাকা ছিল কলকাতা। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হতে থাকে। মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে এদিন। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ৯৯ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ সে ভাবে নামেনি। আগামী সপ্তাহের গোড়ায় কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ জেলাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশ কিছুটা বেশি থাকতে পারে। ফলে শীতের ভরা মরসুমেও তেমন ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যাবে না।

রাজ্য সরকার

● **আটের পাতার পর** আশ্বাস দিয়েছেন। কল্যানপুরের বিভিন্ন গ্রামে হাতির আক্রমণ ঠেকাতে সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। কিছুটা দেরি হবে কিন্তু চেষ্টা চলছে। তার পাশাপাশিহাতির আক্রমণ ঠেকাতে রাতে গ্রামে গ্রামে পাহারা দেবার জন্য আটজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে।

ঘেরাও

● **প্রথম পাতার পর।।** করে দিয়ে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তাকে পুনরায় চাকরিতে বহাল করার জন্য তারা দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন বলেও জানিয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টে

● **প্রথম পাতার পর।।** আদালতে ওই আইনজীবী বলেন, "পঞ্জাব সরকারের তরফে নিরাপত্তায় বড়সড় গাফিলতি হয়েছে।" একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন। "ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।" উত্তরে প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা মামলার একটি কপি রাজ্য সরকারের কাছে ফাইল করতে বলেন। আগামীকাল এই মামলার শুনানি হবে।

যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় কোনও গলদ ছিল না, গতকালই সাংবাদিক বৈঠক পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি একথা জানিয়ে ছিলেন। তবে আজ কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অন্যরকম দাবি করেছে। মন্ত্রকের আধিকারিক দাবি, নিরাপত্তার গাফিলতি হয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে বিক্ষোভের কথা বলা হলেও পঞ্জাব পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথ নিরাপদে সম্পন্ন করার জন্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি।

অন্যদিকে দল বিজেপি মোদীর নিরাপত্তার গলদের পিছনে বড়সড় ষড়যন্ত্র দেখছে। বিজেপির তরফে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী চরনজিৎ সিং চান্নিকে দোষারোপ করা হয়েছে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা টুইট করে বলছেন, "প্রধানমন্ত্রী পঞ্জাবে গিয়েছিলেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনে। এর ফলে পঞ্জাবের হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল। তবে, এইসব সংকীর্ণ বাধায় আমরা পঞ্জাবের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাতে দেব না।"

সোনারপুরে বাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, বাজার এলাকা পরিদর্শনে পুলিশ

সোনারপুর, ৬ জানুয়ারি (হি. স.) : দ্রুত হারে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পুর এলাকায়।তাই রাজপুর সোনারপুর পুর এলাকায় সমস্ত বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বাজার এলাকা পরিদর্শন করছে পুলিশ। গড়িয়া বাজারে যৌথভাবে পরিদর্শন করেন বিধায়ক ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত বাজার ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হবে। শুধুমাত্র জরুরিকালীন পরিষেবা চালু থাকবে। এইসময় বাজারগুলি স্যানিটাইজ করার কাজ করবে পুরসভা। কোভিড বিধি রুখতে মাস্ক পরার ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে প্রশাসন। মাস্ক ছাড়া কেউ বের হলে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এদিন সকালেই গড়িয়া বাজার যৌথ পরিদর্শন করেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম ও নরেন্দ্রপুর আইসি অনির্বাণ বিশ্বাস। মাস্ক ছাড়াই এদিনও অনেককেই বাইরে বের হতে দেখা গিয়েছে। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনা-আক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পওয়ার, রয়েছেন নিভৃতবাসে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিডের প্রকোপ ভারতে বেড়েই চলেছে, এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পওয়ার। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনা-পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকেই নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছেন তিনি।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পওয়ার টুইট করে জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার আমার করোনা টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। নিজেকে ঘরের মধ্যেই কোয়ারেন্টাইনে রেখেছি। আমার সান্নিধ্যে আসা সকলকে অনুরোধ করছি, নিজেদের কোভিড-১৯ টেস্ট করিয়ে নেবেন এবং করোনার থেকে বাঁচতে সমস্ত নিয়ম পালন করবেন।'

দিল্লির লাজপত রায় মার্কেটে আগুনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির চাঁদনি চক এলাকার লাজপত রায় মার্কেটে। বৃহস্পতিবার সকালে লাজপত রায় মার্কেটে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১৩টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দমকল জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।
বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ লালকেল্লার উল্টোদিকে, দিল্লির চাঁদনি চক এলাকার লাজপত রায় মার্কেটে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে অনেকগুলি দোকানে। প্রথমে আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১১টি ইঞ্জিন, পরে আরও দু'টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে আসে। দমকলের ১৩টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

সংক্রমিত ৮৩

● **প্রথম পাতার পর।।** ৮২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪৭ জন, উত্তর জেলায় ৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭ জন, ধলাই জেলায় ৬ জন, ঊনকোটি জেলায় ১০ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন এবং গোমতি জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

দীর্ঘ সময় করোনা শান্ত থাকার পর গত তিন দিন ধরে গুটি গুটি পায়ে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধি এখনই নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আগামীদিনে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন জন সচেতনতা। কোভিড বিধি মেনে চলার প্রবণতা এখনো মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাই, প্রশাসনের কঠোর ভাবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হবে।

পরে জামিন

● **প্রথম পাতার পর।।** তাঁরা যথারীতি হাজির হয়েছেন। আদালত বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদেরকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। আইনজীবী অভিযোগ করেন, তাদেরকে মিথ্যা মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এই মামলা ভিত্তিহীন বলেও তিনি অভিহিত করেছেন।

নিহত এক

● **প্রথম পাতার পর।।** চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজনরা সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকটি আটক করে দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ট্রাকের চাপায় মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।
এদিকে স্থানীয় জনগণ ট্রাকসহ চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ট্রাক চালকের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামীতার কারনেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এদিকে বিশালগড়ের গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় সকাল ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ একটি বাইক ও অটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাতে দুজন গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিশালগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, একটি অটো যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে একটি দ্রুতগামী বাইক আসে। গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আসতেই বাইক এবং অটোর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে দুজন গুরুতরভাবে আহত হন। টিএসআর ক্যাম্পের জওয়ানরা বিকট আওয়াজ শুনে দ্রুত বেরিয়ে আসে। স্থানীয় লোকজনও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, ঘন কুয়াশার কারণে দেখতে না পাওয়ার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে।

অঙ্গন

সেরার লড়াইয়ে বাদ স্কালোনি, আছেন মানচিনি

ফিফা বর্ষসেরা কোচ হওয়ার লড়াইয়ে তিন জনের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও জায়গা ধরে রেখেছেন ইতালিকে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানো রবের্তো মানচিনি। বাদ পড়েছেন আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা শিরোপা জেতানো লিওনেল স্কালোনি।

তালিকার অন্য দুই জন হলেন প্রিমিয়ার লিগের দুই ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা ও চেলসির টমাস টুখেল।

২০২১ সালের পুরুষ ফুটবলের বর্ষসেরা কোচ নির্বাচনে গত নভেম্বরের শেষ দিকে সাত জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা। তা থেকে বৃহস্পতিবার তিন জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

স্কালোনির সঙ্গে বাদ পড়েছেন বর্তমানে জার্মানি জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা হান্স ফ্লিক, টটেনহ্যাম হটস্পারের আন্তোনিও কন্তে ও আতলেতিকো মাদ্রিদের দিয়েগো সিমেওনে।

মানচিনির কোচিংয়ে গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ইউরোর শিরোপা ঘরে তোলে ইতালি। গত অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত দলটি অপরাজিত ছিল বিশ্ব রেকর্ড টানা ৩৭ ম্যাচ।

চেলসিকে গত মে মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতান টুখেল। আর গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে ২০২০-২১ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় ম্যানচেস্টার সিটি।

আগামী ১৭ জানুয়ারি জুরিখে 'দা বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। পুরুষ ও নারী ফুটবলে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের তিন জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে শুক্রবার।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অবামেয়াং

আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স শুরুর আগে বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে গ্যাবন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অধিনায়ক পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। ক্যামেরুন পৌঁছে কোভিড পজিটিভ হয়েছেন আর্সেনালের এই ফরোয়ার্ড।

গ্যাবন ফুটবল ফেডারেশন বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অবামেয়াং ছাড়াও এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে মিডফিল্ডার মারিও লেমিনা ও সহকারী কোচ আনিসেট ইয়ালার শরীরে।

অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করার জন্য এই তিনজনের পিসিআর পরীক্ষা করানো হয়েছে। আবারও পজিটিভ হলে তাদের আইসোলেশনে যেতে হবে হবে এবং আগামী সোমবার 'সি' গ্রুপে কোমোরস আইল্যান্ডসের বিপক্ষে গ্যাবনের উদ্বোধনী ম্যাচে তাদের না থাকা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। টুর্নামেন্টের জন্য দুবাইয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন গ্যাবনের খেলোয়াড়রা। সেখান থেকেই ক্যামেরুন যান তারা।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ভুগতে হচ্ছে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাওয়া অধিকাংশ দলকেই। খেলোয়াড়রা আক্রান্ত হওয়ায় প্রস্তুতি হচ্ছে বাধাগ্রস্থ।

এর আগে টুর্নামেন্টের উদ্দেশে সেনেগালের যাত্রা বিলম্বিত হয় তিনজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে। অন্যদিকে কেপ ভার্দের অনুশীলন ক্যাম্পে ২১ জন কোভিড পজিটিভ হন।

আফ্রিকান নেশন্স কাপের এবারের আসর আগামী রোববার শুরু শেষ হবে ৬ ফেব্রুয়ারি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

মহিলাদের বিশ্বকাপের টিম ঘোষণা; অধিনায়ক মিতালি, দলে ঝুলন, রিচা

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): চলতি বছর নিউজিল্যান্ডে হতে চলা মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। বৃহস্পতিবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। অধিনায়কত্ব করবেন মিতালি রাজ। সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর। দলে রয়েছেন বাংলার ঝুলন গোস্বামী ও রিচা ঘোষ। দল থেকে বাদ পড়েছেন তরুণ ব্যাটার জেমিমা রড্রিগেজ ও জোরে বোলার শিখা পাণ্ডে। দু'জনেই বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত। উইকেটরক্ষক হিসেবে নেওয়া হয়েছে রিচাকে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে বিসিসিআই-এর ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, মিথালি রাজ (অধিনায়ক), হরমনপ্রীত কৌর (সহ-অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি বর্মা, যষ্টিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), স্নেহ রানা, ঝুলন গোস্বামী, পূজা ভস্ত্রকার, মেঘনা সিং, রেণুকা সিং ঠাকুর, তানিয়া ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ও পুনম যাদব।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচে খেলবেন-হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি বর্মা, যষ্টিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), স্নেহ রানা, পূজা ভস্ত্রকার, মেঘনা সিং, রেণুকা সিং ঠাকুর, তানিয়া ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, পুনম যাদব, একতা, এস মেঘনা ও সিমরন দিল বাহাদুর।

২০২২ ক্রিকেট মহিলা বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে বাংলার রিচা ঘোষ

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : আসন্ন মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দলে ঠাঁই পেলেন বাংলার রিচা ঘোষ। শিলিগুড়ি থেকে উঠে এসেছেন বাংলার এই মহিলা ক্রিকেটার। ডানহাতে ব্যাট করার পাশাপাশি তিনি দুরন্ত উইকেটকিপিংও করেন। অন্যদিকে গত বছর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ভালো খেলার জন্য রেনুকা সিং, মেঘনা সিং ও ইয়াসতিকা ভাটিয়াকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মিতালি রাজের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। তারআগে একই দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একদিনের ক্রিকেট সিরিজ খেলবে। ৬ মার্চ থেকে ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে।

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। তারআগে ৯ ফেব্রুয়ারি একটি টি-২০ ম্যাচও খেলবে তারা। কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ করেই বিশ্বকাপের জন্য বায়ো বাবলে প্রবেশ করবে। বিশ্বকাপে ভারতের অভিযান শুরু হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। বে ওভালে হবে ম্যাচটি। বিশ্বকাপ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দল- মিতালি রাজ (অধিনায়ক), হরমনপ্রীত কর (সহ অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা, শিফালি বর্মা, ইয়াসতিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), স্নেহ রানা, ঝুলন গোস্বামী, পূজা বস্ত্রকার, মেঘনা সিং, রেনুকা সিং ঠাকুর, তানিয়া ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, পুনম যাদব।

জোহানেসবার্গে ৭ উইকেটে হার ভারতের সিরিজে সমতা ফেরাল প্রোটিয়ারা

জোহানেসবার্গ, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : জোহানেসবার্গ টেস্টে সাত উইকেটে হারল ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই জয়ের নায়ক দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ডিন এলগার। তিনি ৯৬ রানে অপরাজিত থাকেন। আর সেইসঙ্গে সিরিজে সমতা ফেরায় দক্ষিণ আফ্রিকা। আপাতত কেপটাউন টেস্টে হবে ফয়সালা। সিরিজের অন্তিম ম্যাচ এখানেই আয়োজন করা হবে। তিন ম্যাচের সিরিজে কোন দল শেষ হাসি হাসে, এখন সেটাই দেখার।

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য প্রথম দুই সেশনে খেলাই হয়নি। তবে ১২২ রান তুলতে খুব বেশি সময় নেয়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয় বোলাররাও একাধিক চার দিলেন উইকেটের পিছন দিকে। বাউন্সারগুলি এতটাই উঁচু ছিল যে উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থের পক্ষে তা ধরা সম্ভব হয়নি।

জোহানেসবার্গে জিতে সিরিজে ফিরে এল এলগারের দল। এই টেস্টে ছিলেন না বিরাট কোহলী। নেতৃত্ব দেন লোকেশ রাহুল। প্রথম বার ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে ব্যাট হাতে ভাল খেললেও ম্যাচ জেতা হল না। এই টেস্ট হারলেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে শার্দূল ঠাকুরের কাছে। এক ইনিংসে ৭ উইকেট নেন তিনি। হনুমা বিহারীর অপরাজিত ৪০ রানের ইনিংসকেও কুর্নিশ জানাবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে স্কোরবোর্ড জয়ীকে মনে রাখবে। এলগারের লড়াই সেখানে সকলের আগে জায়গা করে নেবে।

করোনাভাইরাস: এবার আক্রান্ত গুয়ার্দিওলা

প্রিমিয়ার লিগে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলেছে। এবার প্রাণঘাতী রোগটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না এই স্প্যানিয়ার্ড।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে ইতিহাদ স্টেডিয়ামের দলটি। গুয়ার্দিওলার পাশাপাশি কোভিড পজিটিভ হয়েছেন তার সহকারী হুয়ান মানুয়েল লিয়োও।

এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে আগামী শুক্রবার চতুর্থ স্তরের ক্লাব সুইন্ডন টাউনের বিপক্ষে খেলবে সিটি। এই ম্যাচে ডাগআউটে থাকবেন আরেক সহকারী কোচ রোদোলফো বোরেই।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, কোভিড সংক্রান্ত কারণে আইসোলেশনে আছেন দলের সাত জন খেলোয়াড় ও ১৪ জন কর্মী।

কদিন আগে লিভারপুলের কয়েক জন খেলোয়াড়সহ করোনাভাইরাসে আক্তান্ত হন দলটির কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। যুক্তরাজ্যে গত মঙ্গলবার এক দিনে ২ লাখ ১৮ হাজার ৭২৪ জন আক্রান্ত হন করোনাভাইরাসে, যা দেশটিতে এক দিনে কোভিড পজিটিভের নতুন রেকর্ড।

কোভিডের আক্রমণে দিশেহারা লিভারপুল, বাতিল হল ম্যাচ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স) : কোভিডের আক্রমণে দিশেহারা বিশ্ব। বাদ যাচ্ছেনা খেলার ময়দানও। এবার কোভিডের কারণে বাতিল হল লিভারপুলের লিগ কাপ সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ম্যাচ। বৃহস্পতিবার ক্লাবের ওয়েবসাইটে করোনার কারণে বাতিল হওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

এদিন লিভারপুলের ম্যাচ ছিল আর্সেনালের সঙ্গে। বুধবার দলের প্রাক্টিস বন্ধ করে দেওয়া হয়, কোভিড-১৯ রিপোর্ট হাতে আসতেই। দেখা যায়, টিম ম্যানেজার জুরগেন ক্লপ, তাঁর সহকারী পেপিজিন আর একঝাঁক প্লেয়ার রিপোর্ট পজিটিভ হতেই আইসোলেশনে চলে গেছেন। যদিও আগে থেকেই ক্লপ আর ৩ ফুটবলার অ্যালিসন বেকার, জোয়েল মাতিপ আর রবার্তো আইসোলেশনে সাম্প্রতিক রিপোর্ট আসার আগে।

ডবল লেগ সেমি ফাইনালের প্রথম লেগ ম্যাচের আয়োজক ছিল লিভারপুল। প্রতিপক্ষ আর্সেনাল। এই ম্যাচ বাতিল ঘোষণা হয়।

Notice (3rd)

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotation from the resourceful and bonafide vehicle owner for hiring of 01 (one) no. Maruti EECO/ Maruti van latest manufactured (petrol mode) white color having commercial registration number for official use 24 (twenty-four) hours. The details term & conditions are available in the 0/o the D.M. & Collector, Khowai District, Tripura and also website of khowai.nic.in. The sealed quotation will be received from **15/01/2022 in between 11.00 A.M. to 4.00 P.M. up to 1.30 P.M. on 28/01/2022** & the tender will be open on **28/01/2022** at 3.00P.M. if possible in the office Chamber of the Sr. Deputy Magistrate.

Sr. Deputy Magistrate,
DDO, Head of Office
DM's office, Khowai.

ICA-C-3268/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. e-PT-11/ CURDD/2021-22 dt.06/1/2022 (2ND Call).

The Executive Engineer-I, 0/o the Chief Engineer, RD Department invites tender for following works from the eligible bidders Up to 3 PM of 21/1/2022 (office date and hour only) for hiring of I (one) no Maruti EECO vehicle in/c fuel and driver for use of the 0/o the Lokayukta, Tripura for performing the office work. For details visit the website http://tripura.gov.in and http://rural.tripura.gov.in/.Contact at 0381 230-0125 during office date and hour only. Any subsequent corrigendum will be available in the website.

[Er. M. Deb]
Executive Engineer-I to the
Chief Enineer (RD)
Gurkhahasti, Agartala

ICA-C-3269/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-40/EE/DWS/AGT-11/2021-22, Dated-03/01/2022.

The Executive Engineer, DWS Division Agartala-II, Agartala, West District, Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-tender in single bid system from the approved and eligible Contractors / Firms I Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway I P&T / Other State PWD having experience (certificate to be uploaded along with the tender document) in execution of similar nature of work related to water supply scheme for the work as detailed below.

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETIO N	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 63/SE/DESC/AGT/2021-22	₹. 38,04,020.00	₹. 38,040.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 65/SE/DESC/AGT/2021-22.	₹. 95,85,518.00	₹. 95,855.00	180 days	₹ 2,500.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 218/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 37,94,623.00	₹. 37,946.00	120 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 219/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 9,81,939.00	₹. 9,819.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No: 220/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 24,62,755.00	₹. 24,628.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No: 221/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22	₹. 16,56,302.00	₹. 16,563.00	120 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
7.	DNIe-T No: 223/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22	₹. 66,55,718.00	₹. 66,557.00	120 days	₹ 2,500.00	Appropriate Class
8.	DNIe-T No: 187/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22	₹. 42,44,762.00	₹. 42,448.00	120 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

❑ Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 03/01/2022.at 18.00 hours. '
❑ Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 25/01/2022 up to 15.00 hours.
❑ Date and Time for Opening of Bid- 25/01/2022 at 15.30 hours .
❑ This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor o f Tripuri
(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

ICA-C-3262/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মেহের কালীবাড়িতে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

অদ্বৈত মল্লবর্মণ আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস এবং অহংকার ঃ তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। অদ্বৈত মল্লবর্মণ একজন ব্রাত্য শ্রেণীর প্রাণপুরুষ, আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস এবং অহংকার। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রে সভাপতির ভাষণে তপশিলী জাতি কল্যান মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, এই লেখকের লেখনীর প্রচার বা প্রসার তেমন ভাবে হয়নি। কেমতলীর একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে তাঁর জন্মদিন পালনের মধ্যেই তার বিস্তৃত জীবনের কথা বেধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার মতো এমন একজন প্রতিভার কথা আজও মানুষ প্রচারের অভাবে জানতে পারেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের অমূল্য প্রতিভার কথা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তার জীবনী ও লেখা নিয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তিনটি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। এখন প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নিম্ন বর্ণের সুবাদে তার লেখনীকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো এমন একজন প্রতিভাবান লেখকের লেখাকে ব্যাপক হারে প্রচারে নিয়ে আসতে চায়। প্রকাশ্যে আনতে চায় তার সংগ্রামের জীবন কাহিনীও। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে সাধারণ শ্রেণীর দলিত অংশের ছেলেমেয়েদের মনে সুশিক্ষার প্রেরণাও যোগাতে চায়।

আলোচনাচক্রের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক রেবতী মোহন দাস বলেন, ব্রাত্য জীবনের মহাকাব্য 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর স্রষ্টা কথা সাহিত্যিক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার লেখায় তিতাস নদীর পাড়ের জালো-মালো, নম:শূদ্র ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর জাতির কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে অত্যন্ত মর্মভ্যাদি ভাষায়। এক সময় ছিল যখন নিম্নবর্ণের মানুষেরা রাস্তা দিয়ে গেলে তাদের ছায়াও যদি উচ্চবর্ণের মানুষের গায়ে লাগত তাদের জাত গেছে বলে তাদের গালি দেওয়া হতো। এমন কি এজন্য কঠিন শাস্তিও দেওয়া হতো। নিজে নিম্ন বর্ণের জাতির হয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের মনে বড় আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নিজ জাতি গোষ্ঠীর হয়ে লড়াইয়ে নামেন তার লেখনীর মধ্য দিয়ে। তিনি শুধু একটি উপন্যাস লেখেই শান্ত হন নি। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক ও কবিও ছিলেন। আর্থিক অভাব, সেই সময়ে সামাজিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সবকিছু মিলিয়েই তাকে অকালে মৃত্যবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু জীবনের স্বল্প পরিসরেও আমাদের জন্য তিনি যে সম্পদ রেখে গেছেন তা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। আমাদের কর্তব্য হবে তার এই অমূল্য সম্পদকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মননে পৌঁছে দেওয়া। তবেই তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন সার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে 'জলজীবিদের জীবন যন্ত্রনার সেকাল ও একাল' প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার। আলোচনায় তিনি বলেন, ড. বি আর আম্বেদকর যেমন এই জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন তার বিভিন্ন লেখনীর মধ্য দিয়ে তেমনি অদ্বৈত মল্লবর্মণও লড়াই করে গেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনের নানা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মল দাস। তিনি বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ছিল সংগ্রাম মুখর। তার অপ্রতুল প্রতিভা নানা প্রতিকুলতা ভেদ করেও প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, আগরতলা পুর নিগমের এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান টুটন দাস এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রাক্তন সচিব সন্তোষ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা বিপ্লব দাস। অনুষ্ঠানে ২০২০ সালের মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ত্রিশাশ্রী দেওয়ান, ত'তীয় স্থানাধিকারী যশরাজ দাস, অষ্টম স্থানাধিকারী নবোদিত দাস এবং উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারী মৌসুমী দাসকে ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট এওয়ার্ড দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসাবে অতিথিগণ তাদের হাতে স্বর্ণপদক ও ২৫০০০ টাকা করে তুলে দেন।

মদ্যপ যুবকের হাতে প্রহৃত ট্রাফিক পুলিশ

বিশালগড়, ৬ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ বিশালগড়ের ১ নং গেট সংলগ্ন এলাকায় কর্মরত এক ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্থা করেছে এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজু সাহা। আক্রান্ত ট্রাফিক পুলিশের নাম দীপঙ্কর ভৌমিক। ওই যুবক ট্রাফিক পুলিশকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার পাশাপাশি তার নেমপ্লেট টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ দীপঙ্কর ভৌমিক বিশালগড় থানার পুলিশকে জানান এবং অভিযুক্ত রাজু সাহাকে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্তব্যরত অবস্থায় ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের ঘটনার বিষয়ে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। জানা যায়, ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

যাত্রাপুরে প্রচুর গাজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : যাত্রাপুর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাত্রাপুর থানার ওসি যতীন দাস জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ যাত্রাপুর থানা এলাকার গামাই ছড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা ছাড়া ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মোট ছয়টি প্লটে অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন যাত্রাপুর থানার ওসি। তিনি আরো জানান, পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ হচ্ছে বলে তাদের কাছে খবর রয়েছে। সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণকে পরিষেবা দিতে চাইছে : পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। আজ থেকে বিলোনীয়াতে জেলা পরিবহণ কার্যালয়ের স্যাটেলাইট অফিসের পথচলা শুরু হয়েছে। বিলোনীয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কমপ্লেক্সে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিবহণ কার্যালয়ের স্যাটেলাইট অফিসের দ্বারোদঘাটন করেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। পরিবহণমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো জনগণের কষ্ট কিভাবে কমানো যায়। বিলোনীয়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো এই অফিসটি করার। এই অফিসটি চালু হওয়ার ফলে বিলোনীয়া মহকুমাবাসী পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্ত ই-সার্ভিসের কাজ এখান থেকে করতে পারবেন। শান্তিরবাজার যেতে হবে না। শ্রী সিংহরায় বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণকে পরিষেবা দিতে চাইছে। তাতে জনগণের সময় এবং পরিশ্রম দুটিই কম লাগবে। সহজে তাদের সমস্যা সমাধান হবে। ২০১৯ সালে ২৩ জানুয়ারি পরিবহণ দপ্তর সারথি ও বাহন নামক দুটি অনলাইন পরিষেবা চালু করেছে। তাতে ঘরে বসে সারথির মাধ্যমে চারটি ও বাহনের মাধ্যমে ১৯টি পরিবহণ সংক্রান্ত কাজ করা যায়। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ও পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক শঙ্কর রায়, জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজ ওয়াহিদ এ, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস। সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা পরিবহণ আধিকারিক রূপন দাস।

কল্যাণপুরে দুই চোর আটক

কল্যানপুর, ৬ জানুয়ারি : নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের মুখে। আর সেই নেশা সামগ্রী জোগাড় করতে গিয়ে যুবদের একটা অংশ যাদের আমরা ভবিষ্যৎ গঠনের কারিগর হিসেবে জেনে আসছি তারা প্রায় প্রতিনিয়ত চুরিসহ নানান অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এরকমই ঘটনার তাজা ছবি আজ ধরা পড়ল কল্যাণপুর থানাধীন পশ্চিম ঘিলাতলী এলাকায়।

স্থানীয় রামকুমার ঠাকুর পাড়ার বিশ্বজিৎ দাসের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাড়ি থেকে রাবারের শিট সহ নানান ধরনের সামগ্রী সমূহের চুরির ঘটনা ঘটে চলছিল, কিন্তু কোনভাবেই চুরের টিকির নাগাল পাচ্ছিল না। আজ সকাল আনুমানিক দশটা আর কিছু পরে পরিবারের সদস্যরা যখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে সুকুমনি দেববর্মা এবং সমরজিৎ দেববর্মা নামে দুই উপজাতি অংশের যুবক বিশ্বজিৎ ঘরে প্রবেশ করে কিছু রাবার শিট এবং দুটি ঘরে রাখা মোবাইল ফোন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি নজরে আসলে মুহূর্তেই ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। পরক্ষনেই এলাকাবাসীরা সম্মিলিতভাবে খোয়াই নদীর পাড় থেকে এই দুই চোরকে আটক করে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে কল্যাণ পুরের পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিযোগ, তাদেরকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে কিছু নেশা সামগ্রীও পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যেই একজন কোনভাবে নেশা সামগ্রী জলে ফেলে দেয়। অর্থাৎ এই বিষয়টা পরিষ্কার নেশার আসক্তি থেকে অথবা নেশা সামগ্রী কেনার টাকা যোগাড় করার জন্যই এই অল্প বয়সে যুবরা চুরির পথ অবলম্বন করছে। এই প্রবনতা আগামী দিনে সমাজকে ভয়াবহতার দিকে নিয়ে যাবে বলে তথ্য বিজ্ঞ মহলের ধারণা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রচুর সাধারণ মানুষের জমায়েত হয়। এদের মধ্যে একাংশের বক্তব্য হচ্ছে, এভাবে দিনের পর দিন নানা প্রকারের চুরির ঘটনা গুলোর সাথে সাথে নেশার বাড়বাড়ন্ত যে হচ্ছে তা অচিরেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে আগামী দিনের জন্য ভয়ানক সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপাতত শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত জনতার হাতে আটক দুই নবীন চুর কল্যাণপুর থানার হেফাজতে রয়েছে।

খোয়াইয়ে চোরের উপদ্রব

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : খোয়াইয়ে সাম্প্রতিক সময়ে অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে চোরের উপদ্রব। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই জেলা শহর সহ শহরতলীতে বেড়েছে চোরের আনাগোনা। মানুষ চুরির আতংকে ভুগছেন। খোয়াই থানাধীন মহাদেবটিলা গ্রাম এলাকায় কমকরেও দশ বারোটি বাড়ীতে হানা দেয় সিঁদেল চোরের দল। তবে কোন বাড়ীতেই চোরেরা খুব একটা সুবিধে না করতে পেরে কয়েকটি বাড়ীর উঠোনে লোটা, ঘটি, বালতি, মগ, বস্তা ইত্যাদি ঘর গৃহস্থালীর জিনিসপত্র যা পেয়েছে , তাই তুলে নিয়ে গেছে। এক বাড়ীর উঠোনে কৃষকের স্প্রেয়ার মেশিন নিয়ে গেছে চোরেরা। এছাড়াও মহাদেবটিলা বাজারের দুই তিনটি দোকানে তালা কেটে ভেতরে ঢুকে চুরি করার চেষ্টা করে চোরের দল। তবে দরজার বাইরের দিকের তালা কাটতে পারলেও ভেতরের দিকে লাগানো তালা কাটতে ব্যার্থ হয়ে রণে ভংগ দেয় চোরেরা। খোয়াইবাসী রাত্রিকালীন পুলিশী টহলদারী জোরদার করার দাবী জানিয়েছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবীও উঠেছে।

রাজ্যের এসসি এসটি ছাত্রাবাসগুলি নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : তপশিলী জাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলগুলি নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ বিগত সরকারের দীর্ঘ সময়কালে এই হোস্টেলগুলি বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তপশিলি জাতি কল্যান মন্ত্রী ভগবান দাস এই কথা বলেন। তিনি জানান, রাজ্যের তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ১২৫টি হোস্টেল রাজ্যে রয়েছে। এরমধ্যে এস সি হোস্টল রয়েছে ২৮টি এবং এস টি হোস্টেল রয়েছে ৯৭টি। হোস্টেলগুলির ছাত্রছাত্রীদের ভালো পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে হোস্টেলগুলিতে কুক, কুক কাম হেল্পার, জলবাহক, নাইট গার্ড পদে ইতিমধ্যেই ২৩৮ জন নিয়োগ করা হয়েছে বলে তপশিলি জাতি কল্যান মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

বিশ্রামগঞ্জে চালের গাড়ি লুঠ

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ান বাড়ী সংলগ্ন কালীবাড়ি এলাকায় একটি চাল বোঝাই গাড়ি আটক করে চাল লুটপাট করে নিয়ে গেছে লুটেরারা। জানা গেছে, একটি চাল বোঝাই গাড়ি বাগমার দিকে যাচ্ছিল। তখনই অপর একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি ওভারটেক করে এসে চাল বোঝাই গাড়ির সামনে দাঁড়ায়। গাড়ির চালকসহ অপর একজনকে মারধর করে তারা গাড়ি থেকে চাল নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ছুটে আসে। ততক্ষণে কয়েক বস্তা চাল গাড়ি থেকে লুটপাট করে নিয়ে যায় লুটেরারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় জাতীয় সড়কে রাতে এ ধরনের লুটপাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সড়কে যাতায়াতকারী যানবাহনের চালক এবং যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।এই সড়কপথে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে। আক্রান্ত গাড়ির চালক জানিয়েছেন, বোলেরো পিকআপ গাড়ির চালকের চেহারা তিনি চিনেছেন। তবে নাম জানেন না। লুটপাটকারীরা সংখ্যায় চার পাঁচজন ছিল বলেও জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও সিপাহীজলা জেলায় জাতীয় সড়কে এধরনের লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

স্বেচ্ছায় ১৬ জনের রক্তদান, স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। রাজ্যে রক্তদান একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। রক্তদান মানে মানব ধর্ম পালন করা। আজকের দিনে মানব ধর্ম পালন করাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ। আজ জিরানীয়াস্থিত বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রক্তের বিকল্প এখন পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারেননি। মানুষের মাধ্যমে রক্তদান করে এর চাহিদা পূরণ করা হয়। আজ প্রতি দুই সেকেণ্ডে এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। রাজ্যে রক্তের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার, অ্যানিমিয়া, অপারেশনের রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। কারোর প্রয়োজনে রক্ত দিতে পারলে মনে একটা মানসিক শান্তি, তৃপ্তি আসে। তিনি স্বামীজীর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এই বাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমরা কেউই ভগবানকে দেখি না। মানুষ রূপেই ভগবান বিদ্যমান। মানুষের সেবা করলেই ভগবানকে সেবা করা হলো। মানুষকে খুশি করলেই ভগবানকে খুশি করা হলো। তাই তিনি রক্তদানের মতো মহৎ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্বামীজীর জীবন ম'তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তিনি নিজের জন্য কিছুই করেননি। মানুষের জন্য সেবা করে গেছেন।

তিনি আরও বলেন, রক্তদান একটি সামাজিক কাজ। তিনি যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে থাকতে আহ্বান জানান। কারণ নেশা হলো একটা অভিশাপ। রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতেই এই প্রকল্প আনা হয়েছে। তিনি বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র বসাক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, কাউন্সিলার দুলাল চন্দ্র দাস, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি তপন দাস, সম্পাদক হারাধন সাহা, বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক সুজিত বরণ সাহা প্রমুখ। এই রক্তদান শিবিরে ১৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পশুপাখির সুরক্ষা এবং রোগ সংক্রমণের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্যে মোবাইল ভেটেরিনারী ইউনিট ও কল সেন্টার প্রকল্প চালু হতে চলেছে : প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ।। রাজ্যের সমস্ত প্রকার পশুপাখীর সুরক্ষা এবং রোগ সংক্রমণের সমস্যা দ্রত সমাধানের জন্য রাজ্যে শীঘই মোবাইল ভেটেরিনারী ইউনিট ও কল সেন্টার প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চলতি ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রাথমিকভাবে রাজ্যকে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে ১২টি অ্যাম্বলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই ১২টি অ্যাম্বলেন্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাৎসরিক খরচের ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। বাকী ১০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করবে। ১২টি অ্যাম্বলেন্স রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমন করবে। প্রতিটি অ্যাম্বলেন্স-এ একজন প্রাণী চিকিৎসক, একজন প্রাণী চিকিৎসা সহায়ক এবং একজন চালক ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকবেন। মন্ত্রী শ্রীদাস জানান, এই অ্যাম্বলেন্সগুলি একটি কেন্দ্রীয় কল সেন্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গ্রামের কোন কৃষক (প্রাণী পালক) একটি সুনির্দিষ্ট টোল-ফ্রি নম্বরে কল করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকায় কর্তব্যরত ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের কাছে কল পৌঁছে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক, সহ-চিকিৎসক এবং চালক সহ অ্যাম্বলেন্স কৃষকের (প্রাণী পালকের) বাড়িতে পৌঁছে যাবে এবং অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। সমস্ত প্রকারের আধুনিক প্রাণী চিকিৎসা ব্যবস্থা কৃষকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করার মূল উদ্দেশ্য বলে মন্ত্রী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী আরও জানান, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রাম-শহর এলাকার মানুষকে কিভাবে আরও অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করা যায় তার জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে ডিম উৎপাদন ব'দ্ধির লক্ষ্যে গান্ধীগ্রামস্থিত রাজ্যিক পোল্টি ফার্মের আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। অধিক সংখ্যক শুকর ছানা উৎপাদন ও ক'ষকদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার আমতলিতে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নতুন পিগ ফার্ম স্থাপন করা হবে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর সুবিধাভোগীদের মধ্যে হাঁসের বাঁচ্চা বিতরণ করার কাজ করছে। এরমধ্যে অধিকাংশ হাঁসের বাঁচ্চাই রাজ্যের বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে। রাজ্যেই অধিক সংখ্যক হাঁসের বাঁচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলার দুধপুর গ্রামে একটি নতুন ডাক ফার্ম স্থাপন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দপ্তর। এরজন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদাস আরও জানান, রাজ্যে পশুপাখীর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পসারনের লক্ষ্যে খোয়াই, উদয়পুর, বিলোনীয়া, সাবম এবং ধর্মনগরে ৫টি নতুন পশু হাসপাতাল তৈরী করা হবে। এরজন্য ব্যয় হবে ৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি তৈরী করা হবে। পাশাপাশি পশুপাখীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৭টি ভেটেরিনারি সাব-সেন্টার নির্মাণ হবে। এরজন্য ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

রাজ্যের কৃষকদের পশুপাখীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের জন্য আর কে নগরে একটি ফিড মিং প্লান্ট স্থাপন করা হবে। এই প্লান্টের জন্য মোট ২২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। ক'ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নতমানের ক্রশবিড শুকর ছানা উৎপাদনের লক্ষ্যে দেবীপুরে ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পিগ সিমেন ল্যাবরোটরি তৈরী করা হয়েছে, যা শীঘই উদ্বোধন করা হবে। এছাড়াও ধলাই জেলার নালিছড়াতে একটি মিনি শ্লটার হাউস তৈরী করা হয়েছে। এর শীঘই উদ্বোধন করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী শ্রীদাস আরও জানান, রাজ্যে মাংস উৎপাদন ব'দ্ধির লক্ষ্যে হাওয়াইবাড়ি পিগ ফার্মকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্টেট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বহিস্কৃত বিধায়ক আশীষ দাস ফের গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : রাজ্যের একশত স্কুলকে বেসরকারিকরণের অভিযোগ এনে প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারও সার্কিট হাউজ এলাকায় প্রতিবাদে সামিল হন বহিস্কৃত আশীষ দাস। আজ নিয়ে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন ২২ দিনে পদার্পণ করেছে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় ছুটে আসে এবং আন্দোলনরত প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

আশিস দাস দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার যতদিন পর্যন্ত স্কুল বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নেবে ততদিন পর্যন্ত তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার স্কুল বেসরকারিকরণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্তের ফলে গরিব ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠন স্তব্ধ হয়ে পড়বে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মহলসহ সকল জনগণকে আন্দোলনে শামিল হতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

কল্যাণপুরে হাতির আক্রমনে নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার

কল্যানপুর, ৬ জানুয়ারি : হাতির আক্রমনে নিহত সুকুমার দেবনাথের অন্তষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো কিছুটাই সরকারি ব্যবস্থাপনায়। নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সরকারিভাবে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে জানালেন কল্যাণপুর এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘবেড় গ্রামে হাতির আক্রমণে নিহতের বাড়িতে গেলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। তিনি নিহতের পরিবারকে দিলেন সাহায্যের আশ্বাস। বুধবার সরকারি ব্যবস্থায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে নিহত সুকুমার দেবনাথের। গত মঙ্গলবার রাতে কল্যানপুর থানাধীন উত্তর মহারানীপুর থেকে বাইসাইকেলে চেপে ফেরার পথে কালিঞ্জয় সিপাই পাড়াতে বন্য হাতির আক্রমনে নির্মমভাবে নিহত হন পঞ্চাশোর্ধ সুকুমার দেবনাথ।

বৃহস্পতিবার সকালেই স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী নিহতের বাড়িতে ছুটে যান। তিনি প্রয়াতের পরিবার - পরিজনদের সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রয়াত সুকুমার দেবনাথের পরিবারের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। সরকারি সহায়তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।